গয়না যখন
বোঝে তোমার
স্টাইল
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 September, 2023 ■ আগরতলা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২০ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

Sister
রন্ধনেই বন্ধন
নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিষ্টার

শ্রীশ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব
৭২তম বর্ষ
বাংলা, ২০২
শ্রীকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণ
উদ্যোক্তা : ত্রি
মহাসভ

খুঁদে কৃষ্ণদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, মেয়র শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে জন্মাষ্টমী উৎসবে। ছবি- নিজস্ব।

কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

মানবসেবার উপর গুরুত্বরোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। মানুষের সেবার চেয়ে বড় সেবা আর নেই। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। মানবসেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। আজ আগরতলার শ্রীক'ষ্ণ মন্দিরে ত্রিপুরা যাদব মহাসভার উদ্যোগে জন্মাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের মধ্যেই অসুর ও দেবত্বের সহাবস্থান রয়েছে। অসুরকে বধ করে দেবত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাতে পরিবেশের সঙ্গে সমাজেরও মঙ্গল সাধন হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে সারা দেশব্যাপী একটি আস্তিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী দেশের পরম্পরাগত ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির বিকাশকে প্রাধান্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের বর্তমান সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, যাদব মহাসভার সভাপতি দেবব্রত ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক সুব্রত ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যাদব মহাসভার চেয়ারম্যান প্রমোদলাল ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও ক'ষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টিপসের দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সের (টিপস) অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর প্রতিমা নাথ ও ড: শুভ্র চট্টোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা দান করেছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করে তারা ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সাব্রুম বাজারে ফের চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রাতের আঁধারে সাব্রুম বাজারে চোরের হানা। বিভিন্ন দোকান থেকে দোকানের সামগ্রী সহ লুট লক্ষাধিক টাকা। সাব্রুমের ভিতর বাজার ও সবজি বাজার সংলগ্ন স্থানে বেশ কয়েকটি দোকানে ঘটে এই ঘটনা। বুধবার সকালে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন দোকানের মালিকেরা।

বুধবার সকালে বাজারে এসে মালিকরা দোকানের দরজা ভাঙা অবস্থা দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে সাথে তারা সাব্রুম থানায় খবর পাঠান। খবর পেয়ে সাব্রুম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করা সম্ভব হয়নি এখনো। ওই ঘটনাকে ঘিরে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সাব্রুম মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারি শুভঙ্কর দেবনাথ জানিয়েছেন, সাব্রুম বাজারে বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ চুরিকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। তাই সাব্রুম বাজারে পুলিশী টহলদারীর ব্যবসা করার জন্য সাব্রুম থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন পুলিশ বাজারে সঠিকভাবে টহলদারি বজায় রাখলে এ ধরনের চুরির ঘটনা কোনভাবেই সংঘটিত হতে পারত না। পুলিশি তটল না থাকার কারণেই পরপর সাব্রুমে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ। বাজারের নিরাপত্তায় পুলিশ আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করুক, দাবি স্থানীয়দের।

বক্সনগর-ধনপুর উপনির্বাচন

ভোট গণনা বয়কট করলো বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের গণনা বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বামফ্রন্ট। দুটি কেন্দ্রেই ভোটে কারচুপি ও ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল বামেরা। ভোট গ্রহণ শেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেলার মাঠে সিপিআইএমের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের তরফে বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু দাবি জানানোর ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি। স্বাভাবিক কারণেই নির্বাচন কমিশনের মানসিকতা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সম্পূর্ণভাবে অবগত।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট গ্রহণকে প্রহসনে পরিণত করার পর সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ সহ অভিযোগ জানানোর পরও নির্বাচন কমিশন পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ না দেওয়ার ঘটনাকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছে বামেরা। রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যে বারবার হরণ হচ্ছে এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তারই প্রমাণ মিলছে বলেও দাবি করা হয়েছে। ট

নির্বাচন কমিশনারের এ ধরনের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বামফ্রন্ট বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গণনা বয়কট করার এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

বিশালগড়ে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু দুই নাবালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। মনসা মায়ের মূর্তি বিসর্জন শেষে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দুই নাবালক ছেলের। পরিবারের সদ্যসরা দুই নাবালককে জল থেকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।ঘটনার খবর শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ অনন্যারা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,গত সোমবার সৈকত দেবনাথের বাড়িতে মনসা পূজা হয়েছিল। বুধবার পরিবারের সদস্যদের সাথে মায়ের মূর্তি বিসর্জন করতে আসে সৈকত দেবনাথ ও দীবাকর দাস। দুই জন সম্পর্কে মামাতো ও পিসাতো ভাই। সৈকতের বাড়ি বিশালগড় পৌর পরিষদের দুই নং ওয়ার্ডে মুড়াবাড়ি এলাকায়।আর দীবাকরের বাড়ি মুড়া বাড়ি স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। বিসর্জন শেষে সবাই বাড়িতে চলে গেলে সৈকত, দীবাকর ও অন্য এক বন্ধু মিলে বালক বাবার আশ্রমের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। পুকুরে স্নান সেরে উঠছে না দেখে উপস্থিত থাকা অন্য বন্ধু গিয়ে বাড়িতে খবর দেয়। শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। বাড়ির সদস্য সহ এলাকাবাসী মিলে জল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় এআই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সভার অধিবেশনে এআই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সেই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী রাজীব চন্দ্র শেখর (ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রক) জানিয়েছেন, সরকার আগামী দশককে "ইন্ডিয়া টেকড" এবং যুব সমাজকে প্রযুক্তির সুযোগে পরিপুর্ন একটি দশকে দেখতে চায়। তিনি জানান, সরকার ২০১৮ সালের জুন মাস থেকে এআই -এর জন্য জাতীয় প্রকৌশল এবং এ আই- এর গবেষণা ও গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব রেখেছে। যা হলো এআই ফর অল।

দেশে একটি শক্তিশালী এআই -এর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সরকার নীতি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের প্রশ্নের উত্তরে রাজীব চন্দ্র শেখর এও জানান"মেইক এআই ইন ইন্ডিয়া" এবং " মেইক এআই ওয়ার্ক ফর ইন্ডিয়া" এর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য তিনটি উৎকর্ষ কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৩-২৪ বাজেটে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে কর্মীদের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ঝড়ে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। খুঁটি পড়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপরে গাছ কিংবা গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়া এবং তার ছিড়ে যাওয়ার কারণে বেশ কয়েকটি এলাকায় ট্রান্সফরমারের ক্ষতি হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের প্রকৌশলী এবং কর্মীরা রবিবার সন্ধ্যা থেকেই কাজে নেমে পড়েছেন। সারারাত কাজ করার পর সোমবার দুপুর পর্যন্ত সিংহভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা গিয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনো কাজ শেষ করে উঠতে না পারায় বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সর্বত্র স্বাভাবিক করা যায়নি। তবে নিগমের কর্মী আধিকারিকরা নিরন্তর ভাবে মেরামতি কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। খুব দ্রুত বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আগরতলা শহরসহ কয়েকটি জায়গায় দুর্গাপূজার লক্ষ্যে লাইনে মেরামতী কাজ করার জন্য আগাম ঘোষণা অনুযায়ী পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। রাজ্যের গ্রাহকদের কষ্ট ভোগের জন্য বিদ্যুৎ নিগম দুঃখ প্রকাশ করছে। তবে বিদ্যুৎ নিগমের প্রকৌশলী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি'র কর্মসংকোচন নীতির প্রতিবাদে শহরে বামেদের মিছিল

আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং কর্মসংস্থানের দাবীতে
আপনিও মিছিলে সামিল হোন।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ডুকলি মহকুমা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কর্মসংকোচন নীতি জটিল থেকে জটিলতার আকার ধারণ করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছে বামেরা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের এ ধরনের নেতিবাচক পদক্ষেপ এর প্রতিবাদে বুধবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে বামেরা।

আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে বুধবার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ডুকলি মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁয়াজ-আলুর পর এবার চালের দামে লাগাম টানতে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাশাপাশি রাজ্যে চালের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে জটিল সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। গত প্রায় দুমাস ধরে চালের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে চললেও প্রশাসনের তরফে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বিশেষ করে দিনমজুর শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ চালের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিপাকে পড়েছেন। অবশেষে খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা

বুধবার মহারাজগঞ্জ বাজারে বেশ কয়েকটি চালের দোকানে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে অনিয়মের বেশ কিছু প্রমাণও পেয়েছেন খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা। এ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানব কেন্দ্রীক বিশ্বায়ন ঃ কাউকে পিছনে ফেলে না রেখে জি-২০ কে শেষ মাইল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ঃ মোদী

নরেন্দ্র মোদী

"বসুধৈব কুটুম্বকম" — এই দুটি শব্দ একটি গভীর দর্শন ধারণ করে। এর অর্থ "বিশ্ব একটি পরিবার"।

এটি একটি সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি যা সীমানা, ভাষা এবং মতাদর্শকে অতিক্রম করে একটি সর্বজনীন পরিবার হিসাবে অগ্রগতি করতে আমাদের উৎসাহিত করে। ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময়, এই শ্লোগানটি মানব-কেন্দ্রিক অগ্রগতির আহ্বানে রূপান্তরিত হয়েছে। এক পৃথিবী হিসাবে, আমরা আমাদের গ্রহকে লালন করার জন্য একত্রিত হচ্ছি। "এক পরিবার" হিসাবে, আমরা বৃদ্ধির সন্ধানে একে অপরকে সমর্থন করছি। এবং কে ভবিষৎ এর একসাথে "এক অভিন্ন ভবিষ্যতে"র দিকে অগ্রসর হচ্ছি - যা এই আন্তঃসংযুক্ত সময়ে একটি অনস্বীকার্য সত্য।

মহামারী-পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা তার আগের বিশ্ব থেকে অনেকটাই আলাদা। অন্যদের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে।

প্রথমত, একটি ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি হয়েছে যে বিশ্বকে জিডিপি-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানান্তর করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে সুস্থায়ী ধারার প্রক্রিয়া এবং নির্ভরযোগ্যতার গুরুত্ব স্বীকার করছে বিশ্ব।

তৃতীয়ত, বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের মাধ্যমে বহুপাক্ষিকতা জোরদারের সম্মিলিত আহ্বান রয়েছে।

আমাদের জি-২০ প্রেসিডেন্সি এই পরিবর্তনগুলিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আমরা যখন ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব নিয়েছিলাম,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিষ্টার
Sister
Spices
সিষ্টার
রন্ধনেই বন্ধন
শুভ
কৃষ্ণজন্মাষ্টমী
PANEER MASALA
www.sisterspices.in

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩২৫ ▫ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ▫ ২০ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শ্রদ্ধায় মননে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বণের মধ্যে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উৎসব। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নবদ্বীপ, নদীয়া, মথুরা, বৃন্দাবন সহ আমাদের রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে উৎসব পালন করা হয়।বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ কংসের কারাগৃহে জন্ম হয়। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। প্রতি বছর এই তিথিতে কৃষ্ণের ছোটবেলার রূপ, ননীগোপালের পুজো করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে দেশ জুড়ি য়া পালিত হয় জন্মাষ্টমী। ভগবান কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং ভারত জুড়িয়া শ্রদ্ধা করা হয়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হইল সব চাইতে জনপ্রিয় উৎসবগুলির মধ্যে একটি যাহা ভারত এবং অন্যান্য দেশে হিন্দুদের দ্বারা ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয়। দিনটি, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী , কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমী রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী এবং শ্রীজয়ন্তী নামেও পরিচিত। ভগবান কৃষ্ণের জন্মকে চিহ্নিত করিয়া এই উৎসব পালিত হয়।তিনি ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং ভারত জুড়িয়া পূজনীয়। রাণী দেবকী এবং রাজা বাসুদেবের কাছে মধ্যরাতে উত্তর প্রদেশের বর্তমান মথুরার একটি অন্ধকূপে জন্মগ্রহণকারী কৃষ্ণকে হিন্দু মহাকাব্যে প্রেম, কোমলতা এবং করুণার দেবতা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি দুষ্টু কৌতুক খেলা এবং তাহার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়া অলৌকিক কাজ করিবার জন্যও পরিচিত।বিশ্বাস অনুসারে, রাণী দেবকীর ভাই কংস একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন যে তাহার অষ্টম পুত্র তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। এই কথা শুনিয়া কংস দেবকী এবং তাহার স্বামী বাসুদেব উভয়কেই কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং একে একে তাহাদের ছয় সন্তানকে হত্যা করেন। কংস কৃষ্ণকে নির্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা করিবার আগেই কৃষ্ণকে নিরাপদে অন্ধকার অন্ধকূপ থেকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজা বাসুদেব একটি ঝুড়িতে কৃষ্ণকে মাথায় নিয়া যমুনা নদী পার হন এবং তাহাকে বৃন্দাবনে তাহার বন্ধু যশোদা ও নন্দের যত্নে রাখিয়া যান।বাসুদেব একই দিনে জন্ম নেওয়া তাহাদের কন্যা সন্তানকে নিয়া ফিরিয়া আসেন এই আশায় তাহাকে রাজা কংসের কাছে উপস্থাপন করিতে যে তিনি তাহার ক্ষতি করিবেন না যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিল যে তাহাদের অষ্টম "পুত্র" কংসের মৃত্যুর কারণ হইবে। যাইহোক, তিনি ছোট মেয়েটিকে একটি পাথরের বিরুদ্ধে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরিবর্তে তিনি দেবী দুর্গার রূপ নিয়া বাতাসে উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিলেন।কৃষ্ণ তখন বড় হইয়া কংসকে হত্যা করেন, এইভাবে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন এবং শহরটিকে কংসের নির্দয় শাসন থেকে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিনটি ভগবান কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রেম, উষ্ণতা এবং সৌন্দর্য উদযাপন করে।এই দিনে, ভক্তরা উপবাস পালন করে, ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে, স্নান করে এবং ভগবান কৃষ্ণের মূর্তিকে নতুন পোশাক এবং গয়না সাজায় এবং তাহাদের পরিবারের মঙ্গল কামনা করে। এছাড়াও লোকেরা ফুল এবং রঙ্গোলি দিয়া তাহাদের ঘর সাজায় এবং ধর্মীয় উপবাস পালন করে। যদিও মানুষদের একটি অংশ মধ্যরাত পর্যন্ত "নির্জলা ব্রত" পালন করে, যাহা ভগবান কৃষ্ণের জন্ম সময় হিসাবে বিবেচিত হয়, কেউ কেউ সারা দিন হালকা, সাত্ত্বিক খাবার খান। যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ মধ্যরাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার জন্য পূজা নিশিতা কালের মধ্যে করা হয়। ভক্তরা কৃষ্ণের প্রিয় মাখন (সাদা মাখন), দুধ এবং দই মূর্তিগুলিতে নিবেদন করিয়া মধ্যরাতে তাঁহার জন্মকে চিহ্নিত করা হয়।দেশজুড়িয়া মহা সমারোহে পালিত হয় এই উৎসব। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার লক্ষ্যে মহাবতার "ভগবান" রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু, কী এই জন্মাষ্টমী ? দিনটি ছিল দুর্যোগপূর্ণ। আকাশে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ অবিরাম বৃষ্টি ধারা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি। একদিকে নিরবিচ্ছিন্ন দুর্যোগময় রাত্রি, অন্য দিকে অত্যাচারী কংসের অত্যাচারে সমস্ত দেবতাগণ উদ্বিগ্ন এবং সদ্বগুণরূপী বসুদেব এবং দৈবী প্রকৃতি রূপিনী দেবকী কংসের কারাগারে আবদ্ধ।এই রকম একটি দুর্যোগময় দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়াছিলেন। অর্ধরাত্রিকাল সময় রোহিণী নক্ষত্র উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি মাতা তাঁহার ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া দিলেন। চতুর্দিকে এক দিব্যজোতি দেখা গেল। বনের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। নদী, সাগরে জলতরঙ্গের জোয়ার উঠিল। চতুর্দিকে কেবল আনন্দ। স্বর্গের দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন। আনন্দ শঙ্খধ্বনি বাজাইতে শুরু করিলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব কংসের কারাগার থেকে সদ্যজাত পুত্রকে নিয়া বাইরে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার জন্য খুলিয়া গেল সব লৌহকপাট। অপরদিকে, দেবকীর অষ্টম সন্তান ছিল এক কন্যা। তাহাকে কংস বধ করিতে উলে কৃষ্ণের অনুজা সেই কন্যা কংসের হাত থেকে মুক্ত হইয়া অষ্টভূজা দেবী মূর্তিতে আকাশ মার্গে গমন করিলেন। আট হাতে ধনু, শূল, বান, চর্ম, অসি, শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করিয়া কংসকে বলিলেন, 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'।পুরাণ অনুযায়ী, কৃষ্ণের জন্ম সংবাদে আকাশ বাতাস, জল, পশু, পাক্ষী, বাগানের পুষ্প সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। গোটা ব্রজবাসীর ঘরে আনন্দের প্লাবন বইয়া গেল। দুধ, দই, মাখনের গন্ধে আকাশ বাতাস মাতোয়ারা হইয়া গেল। এই ভাবে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দ উৎসব পালনের মধ্যে দিয়া যুগের ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়া আজও মানুষ এই উৎসব পালন করিতেছেন।আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় জন্মাষ্টমী। কৃষ্ণ ভক্তদের কাছে এটি সত্যি একটি বিশেষ দিন। এই দিন কোথাও জন্মাষ্টমী, কোথাও কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী আবার কোথাও অষ্টমী রোহিনী, শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী এবং শ্রীজয়ন্তী নামেও পালিত হয়। এই দিন কৃষ্ণ ভক্তরা উপোস পালন করেন এবং পরিবারের জন্য মঙ্গল কামনা করে।বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ কংসের কারাগৃহে জন্ম হয়। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। প্রতি বছর এই তিথিতে কৃষ্ণের ছোটবেলার রূপ, ননীগোপালের পুজো করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে দেশ জুড়িয়া পালিত হয় জন্মাষ্টমী।

ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ব্রাজিল; মৃত্যু কমপক্ষে ২২, গৃহহীন বহু মানুষ

ব্রাসিলিয়া, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল দক্ষিণ ব্রাজিল। ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি ও প্রবল হাওয়ার বেগে তছনছ হয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২২ জনের, আহতের সংখ্যা অনেক। এছাড়াও বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন।

ব্রাজিলে ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টিতে বেশ কিছু শহরে বন্যার জেরে অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। রিও গ্র্যান্ডে দো সুলের গভর্নর এডুয়ার্ডো লেইট বলেছেন, ক্রান্তীয় এই ঘূর্ণি ঝড়ের কারণে ৬০টি শহরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। মুকুমে একই পরিবারের ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এ পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

সৌরজগতের বাইরের গ্রহ আবিষ্কারের কাহিনি

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী

বরফের গর্তে পা পিছলে আরেকটু হলেই নিজের জীবনের পাশাপাশি প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহ আবিষ্কারের সুযোগও হাতছাড়া করতে বসেছিলেন জ্যোতিঃপদার্থবিদ মাইকেল মায়োর। রোমাঞ্চপ্রিয় মায়োরের জন্ম সুইজারল্যান্ডের জেনেভা লেকের উপকণ্ঠে লাউসান শহরে, ১৯৪২ সালে। তাঁর পরিবারের সব সদস্যই বিপদজনক এরকম নানা বিষয়ে কম-বেশি পারদর্শী ছিলেন। ফলে ছোটবেলা থেকেই উঁচু পাহাড়ে চড়া কিংবা স্কিইং করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন তিনি। ফলাফল, ছাব্বিশ বছর পরে ঘটা বরফের গর্তে পা হড়কানোর সেই ঘটনা।

মায়োর ডক্টরাল থিসিস করেন জেনেভা ইউনিভার্সিটি থেকে। এ গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রের গতিপথের বিচ্যুতি খুঁজে বের করা। এ জন্য তিনি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সর্পিলাকার বাহুগুলোর নক্ষত্রদের বেছে নেন। মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রগুলোর গতিপথের কতটা বিচ্যুতি হয়, তা মাপার জন্য প্রথমেই এগুলোর গতিবেগ সম্পর্কে গভীরভাবে জানা প্রয়োজন। সূক্ষ্ম নানা বিষয়ও বের করতে হয় সে জন্য। তবে সেই সময়ে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। তাই গবেষণার শুরুতে এ সীমাবদ্ধতা দূর করার কাজে নামেন মায়োর। তিনি নক্ষত্রের গতিবেগ মাপার তৎকালীন পদ্ধতিগুলোর আধুনিকায়নের চেষ্টা শুরু করেন। সফলও হন অনেকাংশে। ফলে নক্ষত্রদের গতিপথের খুব সামান্য বিচ্যুতিও শনাক্ত করতে পারতেন তিনি। এভাবে খুব নিভৃতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে ঘটে যায় এক নিরব বিপ্লব। খুলে যায় পৃথিবীতে বসেই এক্সোপ্ল্যানেট বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহগুলোর খোঁজ পাওয়ার বদ্ধ দুয়ার।

আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির কথাই ধরা যাক। এটি সূর্যের আলোর এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ প্রতিফলিত করতে পারে। অর্থাৎ, বৃহস্পতির উজ্জ্বলতা সূর্যের এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ। এ কারণে পৃথিবীতে বসে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দূরের কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলা এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহ শনাক্ত করা খুব কঠিন এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে পাওয়া কেন এত কঠিন এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্ত করার কাজে মূল বাধা ছিল সুবিশাল উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো। কোনো গ্রহই নক্ষত্রদের মতো করে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় আলো ও শক্তি তৈরি করতে পারে না। কারণ ফিউশন ঘটাতে যে পরিমাণ ভরের প্রয়োজন, গ্রহদের সেটা থাকে না। তবে নিজে আলো তৈরি করতে না পারলেও তারা খুব সহজেই নিজ নক্ষত্রের (যাকে কেন্দ্র করে কোনো গ্রহ ঘোরে) আলো প্রতিফলিত করতে পারে। এই আলো শনাক্ত করার মাধ্যমে সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায় গ্রহদের। কিন্তু সমস্যা হলো, গ্রহদের আকার নক্ষত্রদের তুলনায় বহুগুণ কম। তাই এদের আলো প্রতিফলিত করার মাত্রাও খুব কম।

আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির কথাই ধরা যাক। এটি সূর্যের আলোর এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ প্রতিফলিত করতে পারে। অর্থাৎ, বৃহস্পতির উজ্জ্বলতা সূর্যের এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ। এ কারণে পৃথিবীতে বসে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দূরের কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলা এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহ শনাক্ত করা খুব কঠিন। বলা উচিৎ, প্রায় অসম্ভব। খড়ের গাদায় চিকন সুচ খুঁজে বের করাও এর চেয়ে অনেক সহজ।

তবে কথায় আছে, যত মুশকিল তত আসান। মাইকেল মায়োরের থিসিসের ওপর ভিত্তি করে এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্ত করার অভিনব এক পদ্ধতির নাগাল পাওয়া যায়। এতে সরাসরি অজানা গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং মহাকর্ষের জন্য কোনো নক্ষত্রের কক্ষপথের নড়াচড়া বা বিচ্যুতি (ঢ়দ্রত্নত্ননত্র) পরিমাপের মাধ্যমেই খোঁজ মিলবে তাদের।

ভরকেন্দ্রের ধারণা- মায়োরের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি দূর করে নেওয়া যাক। আমরা যখন কক্ষপথ নিয়ে কথা বলি, তখন প্রথমেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে দুটি বস্তুর ছবি। সাধারণত এদের একটির ভর অন্যটির চেয়ে বেশি হয়। কম ভরের বস্তুটি ঘূর্ণমান থাকে বেশি ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতিতে এমন কক্ষপথের অসংখ্য উদাহরণ আছে। যেমন পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘূর্ণন অথবা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীসহ অন্য সব গ্রহের ঘূর্ণন ইত্যাদি। মজার বিষয় হলো, কক্ষপথে ঘূর্ণনের এই মডেলটি কিন্তু পুরোপুরি সঠিক নয়। অর্থাৎ, কেবল কম ভরের বস্তুটিই বেশি ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘুরবে, বিষয়টা এমন নয়। বেশি ভরের বস্তুটিও কম ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘোরে। খুব অল্প মাত্রায় হলেও। আসলে মাঝে থাকা ভরকেন্দ্রকে ঘিরে দুটো বস্তুই ঘোরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এই ভরকেন্দ্রকে বলে ব্যারিসেন্টার। বাংলায় বলে সাধারণ ভরকেন্দ্র। এই ভরকেন্দ্রের অবস্থান কোথায় হবে, তা নির্ভর করে বস্তু দুটোর ভরের ওপর। যদি দুটি বস্তুর ভর একদম সমানে সমান হয়, তাহলে সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান হবে এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ঠিক মাঝখানে। আর ভরের পার্থক্য যত বেশি হবে, ততই একপাশে (ভারী বস্তুর দিকে) সরে যাবে সাধারণ ভরকেন্দ্র। প্লুটো এবং এর উপগ্রহ ক্যারনের কথাই ধরুন। ক্যারনের ভর প্লুটোর প্রায় ১২ শতাংশ। উপগ্রহের বিশাল ভরের কারণে এদের সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান প্লুটোর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার দূরে। অন্যদিকে ক্যারনের পৃষ্ঠ থেকে এই ভরকেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ১৭ হাজার কিলোমিটার।

পৃথিবী ও চাঁদের জন্য বিষয়টি কেমন? সাধারণ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে এদের আবর্তন প্লুটো ও ক্যারনের মতো এতটা দৃশ্যমান নয়। কারণ চাঁদ ও পৃথিবীর ভরের পার্থক্য অনেক বেশি। চাঁদের ভর পৃথিবীর মাত্র ১ শতাংশ। তাই সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান পৃথিবীর খুব কাছে। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১ হাজার ৭০০ কিলোমিটার ভেতরে। তাই ভরকেন্দ্রকে ঘিরে পৃথিবীর আবর্তনকে সেই অর্থে কক্ষপথে পরিভ্রমণ বলা যায় না। বরং একে ঘিরে পৃথিবী খানিকটা নড়াচড়া করে বলাই বেশি যৌক্তিক।

নক্ষত্র এবং গ্রহের মধ্যেও ঠিক এ ঘটনাই ঘটে। নক্ষত্রের ভর গ্রহের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। তাই সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান হয় নক্ষত্রকেন্দ্রের খুব কাছে। সে জন্য গ্রহগুলোর কক্ষপথ হয় নক্ষত্রের নিজের ভরকেন্দ্রকে ঘিরে (প্রায়)। সে জন্য নক্ষত্রগুলোতে খুব সামান্য পরিমাণ নড়াচড়াই দেখা যায়।

রেডিয়াল ভেলোসিটি টেকনিক

১৯৯৪ সালের শেষ ভাগে মায়োরের ছাত্র দিদিয়ের কুইলোজ (সঠিক উচ্চারণ ডিডিয়ের কেলোজ) একটি টেলিস্কোপ নিয়ে একাই কাজ করছিলেন। এমন সময় পৃথিবী থেকে প্রায় ৫১ আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রের গতিপথে এমন একটি নড়াচড়া শনাক্ত করতে সক্ষম হন। নক্ষত্রটির নাম ছিল ৫১ পেগাসি। এর অবস্থান পেগাসাস নক্ষত্রপুঞ্জে। নক্ষত্রটিকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া একটি এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহের কারণে সেটি এমন আচরণ করছিল। তবে শুরুতেই এ উপসংহারে পৌঁছানোর সাহস করেননি কুইলোজ। অতদূরের সেই গ্রহটির সন্ধান তিনি পৃথিবীতে বসেই পেয়েছিলেন ডপলার ইফেক্টের মাধ্যমে।

আমরা জানি, ডপলার ইফেক্ট বলে, কোনো তরঙ্গ যখন আমাদের কাছে আসে, তখন সেটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায়, বেড়ে যায় কম্পাঙ্ক বা তীব্রতা। আর তরঙ্গ দূরে সরে গেলে বেড়ে যায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য। কম্পাঙ্ক বা তীব্রতা এ ক্ষেত্রে কমে যায়। সে জন্যই সাইরেন বাজিয়ে কোনো অ্যাম্বুলেন্স আমাদের দিকে এগিয়ে এলে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যায়। আর দূরে সরে গেলে কমে যায় শব্দের তীব্রতা। উৎস ও শ্রোতার মাঝের দূরত্ব কমা-বাড়ার সঙ্গে কম্পাঙ্কের এই হ্রাস-বৃদ্ধির নামই ডপলার ইফেক্ট বা ডপলার বিচ্যুতি।

নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আসা আলোতেও ঠিক এই ঘটনা ঘটে। গ্রহের উপস্থিতির জন্য কোনো নক্ষত্র যখন নিজেদের সাধারণ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয় (আসলে খুব সামান্য নড়াচড়া করে), তখন যদি সেটা পৃথিবীর দিকে সামান্য সরে আসে, তাহলে নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সামান্য কমে যায়। আর পৃথিবীর সাপেক্ষে নক্ষত্র সামান্য দূরে সরে গেলে সেখান থেকে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সামান্য বেড়ে যায়। অর্থাৎ, বর্ণালির লাল অংশের দিকে সরে যায় (লোহিত বিচ্যুতি বা লাল সরণ)। সাধারণ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে নক্ষত্রের ঘুরপাকের ফলে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়মিত বিরতিতে কমতে-বাড়তে থাকে। অর্থাৎ, স্পন্দিত হয়।

যাহোক, মূল কথা হলো, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য পরিমাপের মাধ্যমে আমরা নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে জানতে পারি। নক্ষত্রের এমন গতির নাম দেওয়া হয়েছে রেডিয়াল ভেলোসিটি। এর ঋণাত্মক মান নক্ষত্রের পৃথিবীর দিকে সরে আসা বোঝায়। আর ধনাত্মক মান নক্ষত্রের পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়া নির্দেশ করে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে নক্ষত্রের নড়াচড়া শনাক্ত করার মাধ্যমে এক্সোপ্ল্যানেট বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহ খুঁজে বের করার পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে রেডিয়াল ভেলোসিটি টেকনিক। রেডিয়াল ভেলোসিটি টেকনিক ব্যবহার করে এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্তের পাশাপাশি এ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যও পাওয়া সম্ভব। যেমন গ্রহটি একবার নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করতে কত সময় নেয় বা এর ভরের মান সর্বনিম্ন কতে হতে পারে ইত্যাদি। তাহলে কি মায়োর এবং কুইলেজের হিসাবে ভুল হয়েছে? নাকি গ্রহ-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোতেই রয়েছে ঝামেলা? অথবা অজানা বস্তুটি হয়তো কোনো গ্রহই নয়?

শেষ রক্ষা হবে তো?

১৯৯৪ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত মায়োর এবং কুইলোজ ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত হাউট-প্রোভিন্স মানমন্দিরের টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ৫১ পেগাসি নক্ষত্রের রেডিয়াল ভেলোসিটির মোট বারোটি পুর্ণাঙ্গ মান মাপতে সক্ষম হন। ফলাফল দেখে তাঁরা অচিরেই বুঝতে পারেন, খুব সম্ভবত প্রথমবারের মতো নিশ্চিতভাবে খুঁজে পাওয়া গেছে সৌরজগতের বাইরের প্রথম গ্রহ। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ করা নিয়ে তাঁরা বেশ দ্বিধায় ছিলেন। কারণ বিগত পঞ্চাশ বছরে বেশ কয়েকবার এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবগুলোই ভুল প্রমাণিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আরেকটি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা। অজানা গ্রহটির ভরের সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মান এবং পর্যায়কাল পরিমাপ করে তাঁরা বেশ ধাক্কা খান। কারণ তাঁদের প্রাপ্ত মানগুলো ছিল খুব অদ্ভুত। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। গ্রহটির সম্ভাব্য ভর ছিল আমাদের সৌরজগতের বৃহস্পতি গ্রহের অন্তত অর্ধেক। অর্থাৎ, পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১৫০ গুণ বড়। এ ধরনের বিশাল ভরের গ্রহগুলোকে ডাকা হয় গ্যাসদানব নামে। এদের কোর বা কেন্দ্র কঠিন পদার্থের তৈরি, তবে পৃথিবীর মতো কঠিন পৃষ্ঠের অস্তিত্ব নেই। হাজারো কিলোমিটার বিস্তৃত সুবিশাল বায়ুমণ্ডলের পুরোটাই গঠিত গ্যাসীয় পদার্থের সমন্বয়ে। আমাদের সৌরজগতে ইউরেনাস, শনি এবং নেপচুন গ্রহের গঠনও ঠিক এরকম। সাধারণত গ্যাসদানব গ্রহগুলোর অবস্থান হয় মূল নক্ষত্র থেকে অনেকটা দূরে। সৌরজগতের বাইরের প্রান্তে। এদের অবস্থান যদি মূল নক্ষত্রের (যেমন সূর্য) কাছে হতো, তাহলে প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে এগুলোতে কোনো গ্যাসীয় পৃষ্ঠের অস্তিত্বই থাকত না। বাস্পীভূত হয়ে যেত। তাই এ ধরনের গ্রহগুলোকে অবশ্যই মূল নক্ষত্র থেকে দূরে হতে হবে। অবাক করা বিষয় হলো, মায়োর এবং কুইলোজের আবিষ্কৃত অজানা গ্রহটির অবস্থান ছিল মূল নক্ষত্রের অনেক কাছে। আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহের নাম বুধ। এর অবস্থান সূর্যের সবচেয়ে কাছে। মায়োরের অজানা গ্রহটির অবস্থান ছিল বুধ-সূর্যের দূরত্বের চেয়েও কম দূরে। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই এ গ্রহটির গ্যাসদানব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এর আকার বলছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অজানা গ্রহটির পর্যায়কাল নিয়েও ছিল অসঙ্গতি। গ্রহটি মূল নক্ষত্রকে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় মাত্র চার দিন। গ্রহের আকার বিবেচনায় এটাও বেশ অস্বাভাবিক।

তাহলে কি মায়োর এবং কুইলেজের হিসাবে ভুল হয়েছে? নাকি গ্রহ-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোতেই রয়েছে ঝামেলা? অথবা অজানা বস্তুটি হয়তো কোনো গ্রহই নয়?

মায়োর এবং কুইলোজ ধৈর্য্যের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন ৫১ পেগাসিকে। ১৯৯৫ সালের জুলাই নাগাদ তাঁরা নতুন করে রেডিয়াল ভেলোসিটির আরও আটটি মান নেন। বার বার একই ধরনের তথ্য পাওয়ায় তাঁরা অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, ৫১ পেগাসিকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণমান বস্তুটিকে অবশ্যই একটি গ্রহই হতে হবে।

মায়োরের আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম রাখা হয় ৫১ পেগাসি বি । এখানে 'বি' অক্ষরটি লেখা হয় ছোট হাতের অক্ষরে। কারণ, প্রচলিত রীতি অনুসারে আগেই মূল নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছিল ৫১ পেগাসি এ (বড় হাতের অক্ষর)। পরে যদি এই নক্ষত্রের আরও কোনো গ্রহ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে পর্যায়ক্রমে সেগুলোর নামকরণ করা হবে ৫১ পেগাসি সি, ৫১ পেগাসি ডি ইত্যাদি। গ্রহদের নামের শেষের অক্ষরগুলো লিখতে হবে ছোট হাতের অক্ষরে। আর যদি এই সিস্টেমে আরেকটি মূল নক্ষত্র থাকত, অর্থাৎ বাইনারি স্টার সিস্টেম হলে অন্য নক্ষত্রের নামের শেষে যুক্ত করা হতো বড় হাতের 'বি'। এখনো সেরকম কোনো নক্ষত্র পাওয়া যায়নি। ৫১ পেগাসি এ নক্ষত্রটিকে তাই প্রচলিতভাবে '৫১ পেগাসি' নামেই ডাকা হয়।

১৯৯৫ সালের ৬ অক্টোবর মায়োর ইতালির ফ্লোরেন্সে একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে কিছুটা দেরি করে ফেলেছিলেন তিনি। তাই তাঁকে শুধু একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সময় বরাদ্দ করা হয় মাত্র ৫ মিনিট। বৈঠক শুরুর আগেই মায়োর এবং কুইলোজের যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে শুরু হয় কানাঘুষা। গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে আয়োজকেরা তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত সময় বাড়িয়ে ৪৫ মিনিট করে দেন। সেখানেই প্রথমবারের মতো নিশ্চিতভাবে এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারের খবর জানিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দেন মায়োর। শুরু হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন চিরকাল

ড. অজয় কান্তি মন্ডল

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সকল বাঙালির বন্ধু ও খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের পরমাত্মীয়। তিনি গরিব, নিপীড়িত-নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মানুষের সাথে থেকেছেন আজীবন। নায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে যিনি সর্বদা ছিলেন বদ্ধপরিকর। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আজীবন নির্দ্বিধায় সংগ্রাম করে গেছেন এই বীর নায়ক। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন। বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর অন্ধকারের অতল গহীনে ডুবতে থাকা বাঙালি জাতির মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আবির্ভূত হয়ে নায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন একের পর এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তৎকালীন বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। না হলে পাকিস্তানি শাসক চক্রের যাতাকলে বাঙালিরা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হবে। কেননা, পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই চরম বৈষম্যের শিকার হতে হয়। পাকিস্তানের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক আয়ের খাত পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বেশ দমিয়ে রাখা হয়। এভাবে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শোষণের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে, যা ক্রমান্বয়ে বাঙালির মনে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে বাঙালিরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। যেগুলোর প্রতিফলনে বাঙালি জাতির ইতিহাসে খচিত হয় ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪-এর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন। আন্দোলনগুলোর প্রতিটিতে সামনে থেকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু, যার ফলে কোনো আন্দোলনই বিফলে যায়নি এবং সফল পরিসমাপ্তি হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। সে রাজনীতি কখনো ভাগাভাগির হিসাব করেনি, সে রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের কৌশল ছিল না। সে রাজনীতিতে ছিল না প্রতিহিংসাপরায়ণ বা উদ্ধতপূর্ণ আচরণ। বঙ্গবন্ধু সর্বদা দলের নির্দেশনা মেনেছেন, রাজপথে থেকেছেন, জেল-জুলুম সয়েছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও বঙ্গবন্ধু জীবদ্দশার প্রতিটি স্তরে সততা, নিষ্ঠা এবং মানুষের জন্য ভালোবাসার প্রমাণ রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র একজন সফল রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি দেশের সার্বিক উন্নয়নে নজর দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন যথেষ্ট বিজ্ঞান অনুরাগী এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার পিছনে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা এবং অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর যার প্রতিফলন সুস্পষ্ট লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধু ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং সে শিক্ষা অবশ্যই বিজ্ঞানধর্মী হতে হবে। সে উদ্দেশ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া লাখ লাখ স্কুল-কলেজকে তিনি পুনর্গঠিত করেছিলেন। বিজ্ঞান ও শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর যে ভালোবাসা ও প্রচেষ্টা ছিল স্বাধীনতার পর সরকার গঠনের সাথে সাথে তার একের পর এক প্রতিফলন শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই দেশসেরা বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (তৎকালীন পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ) এর প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক ড় কুদরত-এ-খুদাকে নিয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করার মাধ্যমে প্রকাশ পায় বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে কতটুকু মূল্যায়ন করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানী ড় কুদরাত-এ-খুদার পরিচালনায় পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ নামে যাত্রা শুরু করে স্বাধীনতার পরে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বঙ্গবন্ধু অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ড় কুদরাত-এ-খুদার অক্লান্ত পরিশ্রমে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে গড়ে ওঠে আরও দুইটি শাখা গবেষণাগার। পরবর্তীতে জয়পুরহাট এবং ঢাকার সাভারের নয়ারহাটে দুইটি শাখা গবেষণাগার স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্যপদ পায়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় ভূউপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন, যার সুফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশন আদান-প্রদানে মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করছে। পরমাণু গবেষণার মাধ্যমে দেশকে কীভাবে উপকৃত করা যায় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালে গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে চারদিকে শুরু হয়েছিল রোগ-শোক এবং হাহাকার। চারিদিকে দেখা দিয়েছিল খাদ্য সংকট। তখন বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তিকে প্রাধান্য না দিলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগানো খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে এবং তখন থেকেই তিনি কৃষি গবেষণার উন্নয়নে জোর দেন। ধান গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আইন পাসের মাধ্যমে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। এছাড়াও কৃষি গবেষণার মাধ্যমে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক প্রতিষ্ঠান সৃজন করেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড় কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে একাগ্রতা ছিল, সেটার স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন, সুতীক্ষভ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। যে ধারাবাহিকতা অবশ্যম্ভাবী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে উন্নত থেকে উন্নততর কাতারে নিয়ে যাবে। দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট সময় বঙ্গবন্ধু পাননি। কিন্তু যেটুকু পরিকল্পনা উনি করে গিয়েছিলেন তার বাস্তব প্রতিফলন এবং সুফল আমরা সর্বদা হাতেনাতে পাচ্ছি। অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পৃথিবীর খুবই কম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর মতো এতটা ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি সর্বদা ভাবতেন, সকল বাঙালি তাঁর বন্ধু। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, স্বাধীন দেশে কোনো বাঙালি তাঁর নিজের বা পরিবারের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে না। আর এই বিশ্বাস থেকেই সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে তিনি থাকতেন তাঁর প্রিয় বাসভবন ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর বাসায়। বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার এ বাড়িটি বঙ্গবন্ধুর অসম্ভব প্রিয় ছিল। কিন্তু তাঁর এই অগাধ বিশ্বাসের কোনো মূল্যই দেয়নি অকৃতজ্ঞ কিছু নরপশু। ১৯৭৫ সালের এইদিনে ঘাতকেরা ভীরু কাপুরুষের মতো বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় যে আক্রমণের বর্বরতা ইতিহাসে বিরল। ঘাতকরা সেইরাতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে উপস্থিত সবাইকে হত্যা করে। রেহাই পাইনি আট বছর বয়সের নিষ্পাপ ছোট্ট শিশু বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। এভাবেই নারকীয়-পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে রচিত হয় বাঙালি জাতির জন্য আরও একটি কালো অধ্যায়। নির্মম এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন।

> *বিজ্ঞান ও শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর যে ভালোবাসা ও প্রচেষ্টা ছিল স্বাধীনতার পর সরকার গঠনের সাথে সাথে তার একের পর এক প্রতিফলন শুরু হয়।*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডিসেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবের অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশের পর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৮৭ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বুধবার রাজধানী দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা।

সপ্তাহের তৃতীয় দিনে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রথম দিকে ব্রেন্ট ক্রুড ০.১৪ বা ০.১৬ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৯০.১৮ ডলারে ট্রেন্ড করছে।

একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.১২ বা ০.১৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮৬.৮১ ডলারে লেনদেন করছে।

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানী। বুধবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কলকাতা ময়দানে।

জ্যোতিষ গুহর খুব কাছের মানুষ ছিলেন শ্রীমানী। ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল সচিব ছিলেন। সেই সময় ইস্টবেঙ্গল সাফল্য পায়। ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণযুগও বলা হত সেই সময়কে। সেই স্বর্ণযুগেরই ফুটবল সচিব ছিলেন অজয় শ্রীমানি। পরবর্তী কালে ১৯৮০ সালে সুধীর কর্মকার, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফেরানো হয় ইস্টবেঙ্গলে। সেবারই মজিদ বিসকর, জামশেদ নাসিরি, মাহমুদ খাবাজিকে নেয় ইস্টবেঙ্গল।

লাল হলুদ তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দেয়। অন্যদিকে তিনি মোহনবাগানের সদস্যপদ নবীকরণ করতেন। তাঁর প্রয়াণে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'তাঁর প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাই।'

দিল্লির আদালতে সরল গরু পাচার মামলা, ইডির আবেদনে সাড়া

আসানসোল, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সিবিআইয়ের দায়ের করা গরু পাচার মামলার শুনানি এ বার থেকে হবে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। বুধবার এমনই নির্দেশ দিল আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালত। ফলে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল যে মামলায় গ্রেফতার, তার যাবতীয় শুনানি এ বার দিল্লিতে হবে। আগেই ইডির তরফে এই মামলা দিল্লিতে স্থানান্তরের আবেদন করা হয়েছিল। বুধবার সেই মামলা শোনার পর বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী মামলা দিল্লির আদালতে স্থানান্তরের পক্ষেই রায় দিলেন।

এর আগে দু'বার সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি হয়েছে। কিন্তু বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবং তাঁর প্রাক্তন দেহরক্ষী সহগল হোসেন সংক্রান্ত এই মামলায় প্রশ্নের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা। কেন এই মামলা আসানসোল থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান? আগের দু'বার বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীর এই প্রশ্নে ইডির আইনজীবী অভিজিৎ ভদ্র যে সওয়াল করেন, তাতে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। বিচারক জানতে চান, কোন আইনে এবং কে এই মামলা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়েছে। বুধবার ওই মামলার শুনানিতে ২০০৫ সালের জারি করা অর্থ মন্ত্রকের একটি বিজ্ঞপ্তি হাতিয়ার করে সওয়াল করে ইডি।

শক্তি সঞ্চয় প্রকল্পের উন্নতির লক্ষ্যে ৩,৭৬০ কোটি টাকার ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমের উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্ষমতা গ্যাপ ফান্ডিংয়ের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

এই স্কিমটি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ৪ হাজার মেগাওয়াট বেস প্রকল্পের উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'শক্তি সঞ্চয় প্রকল্পের জন্য ৩,৭৬০ কোটি টাকার কার্যক্ষমতা গ্যাপ ফান্ডিং ঘোষণা করা হয়েছে।'

তিনি আরও জানান, 'হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের জন্য শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১৭-এর অধীনে অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন হিসাবে মন্ত্রিসভা ১১৬৪.৫৩ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।'

ম্যাচ গড়াপেটার কালো ছায়া শ্রীলঙ্কার প্রিমিয়ার লিগে, গ্রেফতার সচিত্র সেনানায়েকে

কলম্বো, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ম্যাচ গড়াপেটার কালো ছায়া শ্রীলঙ্কার প্রিমিয়ার লিগে। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সচিত্র সেনানায়েকে। যিনি ২০১৩ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলেও খেলেছেন। ২০২০ সালে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে সেনানায়েকে দু"জন ক্রিকেটারকে ম্যাচ গড়াপেটায় সামিল হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আজ বুধবার সকালে তিনি আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার হন। সেনানায়েকে গ্রেফতার করেছে স্পোর্টস কোরাপশন ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। উল্লেখ্য, তিন সপ্তাহ আগে আদালতের নির্দেশে সেনানায়েকের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল।

পার্থর জামিনের প্রথম আর্জি হাই কোর্টে, ইডি-র আর্জিতে পিছলো শুনানী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করলেন। এই প্রথম হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আবেদন করা হল।

তবে ইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে এ দিন শুনানি না করে তা পিছিয়ে দেয় আদালত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তিন সপ্তাহ সময় চেয়েছিল। আদালত অত সময় দিতে চায়নি। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইডিকে হলফনামা জমার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তার জবাবি হলফনামা দেবেন পার্থর আইনজীবী। পরবর্তী শুনানি ৯ অক্টোবর।

সম্প্রতি ওই দুর্নীতির মামলায় জামিন পেয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী। এই মামলায় এটাই প্রথম জামিন। গত বছরের ২২ জুলাই গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এক বছরেরও বেশি সময় গারদেই কাটিয়ে ফেলেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

গত বছর নাকতলার বাড়ি থেকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডি তাঁকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে ওইদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে বিপুল নগদ টাকা ও সোনা-সহ গ্রেফতার করা হয় টালিগঞ্জ এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে। তারপর থেকে নিম্ন আদালতে দফায় দফায় জামিনের আবেদন জানিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়।

নিম্ন আদালতে একাধিকবার অসুস্থতার কারণে জামিনের আবেদন করেন পার্থ। কিন্তু কোনও আবেদনই গ্রাহ্য হয়নি। সিবিআই ও ইডি-র মামলায় প্রেসিডেন্সি জেলই ঠিকানা হয়েছে পার্থর। এই প্রথম তিনি জামিনের আর্জি জানালেন কলকাতা হাইকোর্টে। এর আগে একাধিকবার তিনি বলেছেন, বিনা বিচার আটক রয়েছি প্রায় এক বছর হয়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে তো কোনও প্রমাণই নেই! এই যুক্তিতেই জামিন চাইছেন তিনি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আবেদন জানিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, নিয়োগ-দুর্নীতি নিয়ে যে সব অভিযোগ সামনে আসছে, তার কোনওটিতেই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। এছাড়া যে বিপুল নগদ টাকা উদ্ধারের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেটাও তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন পার্থ।

আগামী ৯ অক্টোবর শুনানি আছে এই মামলার। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে পার্থবাবু বারবার একটাই কথা বলেছেন অভিযোগের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। এসএসসি বা পর্ষদ ছিল স্বশাসিত, তাই মন্ত্রী হিসেবে এ সব ক্ষেত্রে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। পাশাপাশি, শারীরিক অসুস্থতার

বিজেপি 'আইএনডিআইএ' জোটকে দেখে ভীত : মল্লিকার্জুন খাড়গে

রাজস্থান, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিজেপি 'আইএনডিআইএ' জোটকে দেখে ভয় পেয়েছে, একথা বলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার রাজস্থানের ভিলওয়ারা জেলার গুলাবপুরায় কৃষক সম্মেলনে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, বিজেপি 'আইএনডিআইএ' জোটকে দেখে ভয় পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখন বিজেপি দেশের নাম পরিবর্তন করে "ভারত" করছে। সংবিধানে লেখা আছে, ইন্ডিয়া মানেই ভারত। আমরা আগে থেকেই বলেছিলাম "ইন্ডিয়া জোট"। কিন্তু বিজেপি কিছু না কিছু ভাবে নামটাকে নসাৎ করতে চাইছে বলেও উল্লেখ করেন খাড়গে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট গুলাবপুরায় কৃষক সম্মেলনে তার ভাষণে বলেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে 'আইএনডিআইএ' জোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। 'আইএনডিআইএ' নামক জোট গঠনের ফলে প্রধানমন্ত্রী মোদী, এনডিএ, বিজেপি বা আরএসএস---সহ সবাই প্রভাবিত হয়েছে।

জি-২০ : শুধুমাত্র নতুন দিল্লি ও নতুন দিল্লি পুর নিগম এলাকাই নিয়ন্ত্রিত হবে

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জি-২০ শিখর সম্মেলনে শুধুমাত্র নতুন দিল্লি ও নতুন দিল্লি পুর নিগম এলাকাকেই নিয়ন্ত্রিত এলাকা করা হবে বলে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টা থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯মিনিট পর্যন্ত নয়াদিল্লি জেলার পুর এলাকা কন্টোলড জোন হিসেবে বিবেচিত হবে।

নির্দিষ্ট এই সময়ে হাঁটা, পিকনিক বা সাইক্লিংয়ের জন্য ইন্ডিয়া গেট বা কর্তব্য পথ এলাকা এড়িয়ে চলার জন্য নাগরিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভারী, মাঝারি ও হালকা পণ্যবাহী যানবাহন দিল্লিতে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে দুধ, শাকসবজি, ফলমূল ও চিকিৎসা সরঞ্জামের মতো অত্যাবশ্যক পণ্যবাহী গাড়িগুলি বৈধ "নো এন্টি" পারমিট নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। আন্তঃরাজ্য বাসগুলিকেও রাজধানীতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। এই জাতীয় বাসগুলি রিং রোড পর্যন্ত যাবে।

৯ সেপ্টেম্বরের পর দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি; বাড়বে গরম, ঘাটতির পরিমাণ ২৬শতাংশ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দক্ষিণ ওড়িশার উপর অবস্থান করছে মৌসুমি অক্ষরেখাও। এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘন্টা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে, ৯ সেপ্টেম্বরের পর থেকে বৃষ্টি কমবে। ফের গরমের দাপট বাড়বে ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর। বুধবার এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে আগামী ২৪ ঘন্টার পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটি ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে। দক্ষিণ ওড়িশার উপর অবস্থান করছে মৌসুমি অক্ষরেখাও। মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হবে। বুধবার রাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে আগামী ৭ এবং ৮ সেপ্টেম্বর বৃষ্টিপাত হবে। পরদিন ৯ সেপ্টেম্বর থেকে বৃষ্টি কমবে। সামান্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী কয়েকদিন হালকা ধরনের বৃষ্টিপাত হবে। দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানী সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানান, ১০ ও ১১ তারিখ গরম বাড়বে। এ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ঘাটতির পরিমাণ রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ২৬ শতাংশ ও কলকাতায় [illegible] শতাংশ।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় সংগঠন

হাফলং (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার হাফলং আবর্ত ভবনে রাজ্য সরকারের গঠিত গ্রুপ অব মিনিস্টারের সঙ্গে বৈঠকের জন্য ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও, এ নিয়ে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংগঠন বা জেলার অন্যান্য জাতি-জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংগঠন বা ছাত্র সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ না করায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ি জেলায়।

বুধবার জাদিখে নাইশ হসমের সভাপতি কালিয়েন দাওলাগাপু সরকারের এই ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন ইস্যুতে গতকাল মঙ্গলবার ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের সঙ্গে হাফলং আবর্ত ভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেঠকের পর সংবাদ মাধ্যমে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের নেতৃত্ব বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারা গঠিত গ্রুপ অব মিনিস্টারের সদস্যরা পৃথক জেলা গঠনের বিষয়টি নিয়ে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামকে আশ্বাস দিয়েছে। কালিয়ান দাওলাগাপু বলেন, বৈঠকে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে তা গ্রুপ অব মিনিস্টারের সদস্যরা প্রকাশ করেননি যদিও, ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংগঠন জাদিখে নাইশ হসমের ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি নেই। তবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে জেলা গঠনে আপত্তি রয়েছে। কালিয়ানবাবু বলেন, এ নিয়ে তাঁদের সংগঠন বারবার সরকারের কাছে আপত্তি জানিয়ে আসছে। তার পরও পৃথক জেলা গঠনের ইস্যু নিয়ে জাদিখে নাইশ হসম সহ জেলার অন্যান্য জাতি-জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংগঠন, ছাত্র সংগঠনগুলির মতামত নেওয়ার জন্য সরকার আমন্ত্রণ না জানিয়ে শুধু ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের সঙ্গে আলোচনা করে আসছে। এমন-কি যতবারই গ্রুপ অব মিনিস্টার্সের সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে পৃথক জেলা গঠনের ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে সব আলোচনায় যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাও রাজ্য সরকার জনসমক্ষে প্রকাশ করছে না। এও অভিযোগ তুলে তিনি পৃথক জেলা গঠন ইস্যু নিয়ে গতকালের বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে তা রাজ্য সরকারকে জনসমক্ষে তুলে ধরার দাবি জানিয়েছেন কালিয়ান দাওলাগাপু।

পৃথক জেলা গঠনের ইস্যুতে রাজ্য সরকারের এহেন মনোভাবে কলিয়ান দাওলাগাপু তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, মঙ্গলবার এই ইস্যুতে যেখানে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেই জায়গায় রাজ্য সরকারের দ্বারা গঠিত গ্রুপ অব মিনিস্টার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁদের অনুমতি নিতে হয়েছে।

কলিয়ান দাওলাগাপু বলেন, তাঁদের সংগঠন মঙ্গলবার গ্রুপ অব মিনিস্টার্সের সদস্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা ও যোগেন মোহনের সঙ্গে সাক্ষৎ করে তাঁদেরকে জানান, ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই, তবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুটি পৃথক জেলা গঠনে তাঁদের তীব্র আপত্তি রয়েছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও অবস্থায় ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন তাঁরা মেনে নেবেন না।

তবে আগামী দিনে ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন বা জেলার অন্য কোনও জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে সরকারিভাবে ডিমাসা সর্বোচ্চ সংগঠন জাদিখে নাইশো হসম সহ জেলার অন্যান্য জাতি-জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংগঠন বা ছাত্র সংগঠনগুলিকে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ জানানো না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করারও আহ্বান জানিয়েছেন জাদিখে নাইশ হসমের সভাপতি কালিয়ান দাওলাগাপু।

ভারত মণ্ডপে নটরাজের মূর্তি ভারতের বহু প্রাচীন শিল্পকলা ও সংস্কৃতির জীবন্ত দিকগুলি তুলে ধরছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারত মণ্ডপে বিশাল দুর্দান্ত নটরাজ মূর্তি ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির জীবন্ত দিকগুলি তুলে ধরছে, বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মন্তব্য করেন। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস-এর শেয়ার করা একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ভারত মণ্ডপে চমৎকার নটরাজ মূর্তিটি আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিকগুলি তুলে ধরছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য বিশ্বের মানুষ যখন জড়ো হবে তখন এটি ভারতের বহু প্রাচীন শিল্পকলা এবং ঐতিহ্যের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে। আইজিএনসিএ-র করা এক্স-র পোস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত মণ্ডপে অষ্টধাতুর তৈরি নটরাজের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার এই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছে।

২৭ ফুট লম্বা, ১৮ টন ওজনের তৈরি মূর্তিটি অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর বিখ্যাত মূর্তিকার রাধাকৃষ্ণান স্থপতি এবং তাঁর দল ৭ মাস ধরে এই মূর্তিটি তৈরি করেন। রাধাকৃষ্ণনের ৩৪ প্রজন্ম চোল সাম্রাজ্যের সময় থেকে মূর্তি তৈরি করছে। নটরাজের এই মূর্তিটি জি-২০ সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে।

বগুলা হাসপাতালের নাম বদলাতেই বিক্ষোভ এলাকায়

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত ছাত্রের নামে নদিয়ার বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালের নতুন নামকরণ হতেই শুরু হল বিক্ষোভ। বুধবার হাসপাতালের সামনে জড়ো হন প্রচুর স্থানীয় মানুষ। তাঁদের দাবি, মৃত ছাত্রের নামে হাসপাতালের নামকরণ করা যাবে না।

বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, কেন গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে থেকে বগুলা নাম সরিয়ে দেওয়া হল? তাঁদের যুক্তি, মৃত ছাত্রকে স্মরণ করে তাহলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও নাম বদলে ফেলা হোক। এর পর হাসপাতালের নতুন নাম রং দিয়ে মুছে দেন তাঁরা।

সোমবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে একটি গেজেট প্রকাশ করে হাসপাতালের নামবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মঙ্গলবার জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের চিঠি দিয়ে স্বাস্থ্য দফতর নাম পরিবর্তনের কথা জানিয়েও দেয়। দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া শেষে বুধবার আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃত ছাত্রের নামে হাসপাতালের উদ্বোধন করার কথা ছিল জেলাশাসকের। নীল রং দিয়ে হাসপাতালের নতুন নাম লেখা হয়েছিল। কিন্তু তার কয়েক ঘন্টা আগেই শুরু হয় বিক্ষোভ।

স্থানীয়দের দাবি, দরকারে হাসপাতালের অন্য কোনও ভবন তৈরি করে মৃতের ছাত্রের নামে তার নামকরণ হোক। ওই হাসপাতালের সঙ্গে বগুলার আবেগ জড়িয়ে আছে। তাই 'বগুলা' শব্দ বাদ দেওয়া যাবে না।

বিক্ষোভকারীদের তরফে স্থানীয় শিক্ষক নবেন্দু অধিকারী বলেন, "প্রয়োজন হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করা হোক। কোনও ভাবেই হাসপাতাল থেকে 'বগুলা' নাম বাদ দেওয়া যাবে না।" অন্য দিকে, হাসপাতাল সুপার বীরেন মজুমদার জানান, তিনি নির্দেশ অনুসারে কাজ করেছেন। এই বিক্ষোভকে তিনি 'অনভিপ্রেত' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, "স্বাস্থ্য দফতর থেকে যে নির্দেশিকা এসেছিল, সেই অনুযায়ী কাজ করেছি। কেউ নাম মুছে দিলে আমাদের কিছু করার নেই। তবে এই ঘটনা না হলেই ভাল হত।"

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রথম বর্ষের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। র‍্যাগিং করে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করে পরিবার। মৃত ওই ছাত্রের বাড়ি বগুলায়। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন নবান্নে। মৃতের মাকে চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে মৃত পড়ুয়ার নামে নামকরণের সিদ্ধান্তের কথা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাঙালি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে চকচকে রুপোলি ইলিশের জন্য

বর্ষা যাব যাব করছে। নীল আকাশে বাদলের কালো মেঘের বদলে শরতের সোনা রোদ ওঠার অপেক্ষা। চারদিকে পুজোর গন্ধ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এমন উতবমুখর আবহেও বাঙালির মনখারাপ। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইলিশও কি বিদায় নেবে? ভোজন রসিক বাঙালি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে চকচকে রুপোলি ইলিশের জন্য। বঙ্গে বর্ষাকাল ঢুকতেই তাই বাজারের থলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছের বাজারগুলিতে। গোটা বর্ষাকাল যেন ঘরে ঘরে চলে ইলিশ পার্বণ। এ বার বর্ষা পাততাড়ি গোটাতে চলেছে। শহরের বড় বড় বাজারগুলিও ধীরে ধীরে ইলিশহীন হয়ে পড়বে। তবে শহরের বেশ কিছু রেস্তরাঁর হেঁশেল কিন্তু ম ম করছে ইলিশের নানা পদের গন্ধে। বর্ষা যাওয়ার আগে কোন রেস্তরাঁগুলিতে ইলিশ খেতে যেতে পারেন?

৬ বালিগঞ্জ প্লেস

বাঙালি খাবারের অন্যতম ঠিকানা এই রেস্তরাঁ। উতব-আনন্দে হোক কিংবা পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে এই রেস্তরাঁর খাবারই প্রথম পছন্দ অনেকের। তবে ইলিশের মরসুমে এখানে এক বার না এলেই নয়। ভাপা ইলিশ থেকে বেগুন দিয়ে ইলিশের পাতলা ঝোল বর্ষায় ইলিশের নানা বাহারি পদ থাকছে এখানে।

আহেলি

বাদশাহি ইলিশ, ইলিশ মাছের মুইঠ্যা, সর্ষে ইলিশ, স্মোকড ইলিশ নানা রকম পাওয়া যায়। ইলিশের স্বাদ নিতে যেতে পারেন এখানে। মরসুমের শুরু থেকেই রীতিমতো একটা ইলিশ পার্বণ শুরু হয়ে যায় এই রেস্তরাঁয়। বর্ষা না যাওয়া পর্যন্ত ইলিশ উদ্যাপন চলতে থাকে। কস্তুরি জুলাই থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত ইলিশ উতব চলছিল এই রেস্তরাঁয়। এখন উতব না চললেও ইলিশের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন না। কস্তুরিতে থাকছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ছ্যাঁচড়া, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ এবং ইলিশের নানা বাহারি পদ। বাজার থেকে ইলিশ বিদায় নেওয়ার আগে এক বার যেতেই পারেন।

ভজহরি মান্না

টুপটুাপ বৃষ্টি মাথায় কোনও এক দুপুরে ইলিশের খোঁজে যেতে পারেন ভজহরি মান্নায়। মরসুমের প্রথম দিকে মেনুতে ইলিশের বেশ কয়েকটি পদ ছিল। বর্ষার সময় যত ফুরিয়ে আসছে, ইলিশের পদেও টান ধরেছে। তবে বর্ষার শেষ বেলাতেও এখানকার মেনুতে রয়েছে ইলিশ ভাপা, ইলিশ মেঘনা আর সর্ষে ইলিশ।

কলকাতা রাজবাড়ি

পার্বণ না চললেও বর্ষার মরসুমে ইলিশের স্বাদ নিতে এখানে আসতেই পারেন। সর্ষে, ভাপা, দই ইলিশ আর ইলিশ পাতুরি ইলিশের নানা পদের স্বাদ নিতে ঢুঁ মারতে পারেন এখানে।

গোপালের থালায় রাখুন ঘরে তৈরি তালের ক্ষীর

জন্মাষ্টমী মানেই বাজারে তালের ছড়াছড়ি। বাড়িতে মিষ্টি তৈরির ধুম। সারা বছর বাজারে এই ফলের দেখা মেলা ভার। তাই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাড়িতে তাল আসবেই আসবেই। এখন অবশ্য অনেকেই বাড়ির পুজোতে দোকান থেকে কিনে আনা তালের বড়া দিয়ে পুজো সেরে ফেলেন। জন্মাষ্টমীর আগে মিষ্টির দোকানে দোকানে তালের বড়া দেখা পাওয়া গেলেও তালের ক্ষীর খুব বেশি চোখে পড়ে না।

গোপালের জন্মতিথিতে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন তালের ক্ষীর, রইল রেসিপি।

উপকরণ:

তাল: ১টি
চিনি: ৭৫ গ্রাম
দুধ: দেড় লিটার
নারকেল কোরা: ৪-৫ টেবিল চামচ
ঘি: ১ টেবিল চামচ
পেস্তা কুচি: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদমতো

প্রণালী:

তালের খোসা ছাড়িয়ে মণ্ডগুলি চুন জলে ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। অনেক সময়ে তাল তেতো থাকে, চুন জলে ভিজিয়ে রাখলে তালের তিতকুটে ভাব কেটে যায়। এ বার মণ্ডগুলি থেকে জল ঝরিয়ে নিয়ে ক্বাথ বার করে নিন। দেড় লিটার দুধ ঘন করে ১ লিটার করে নিন। একটি কড়াইতে ঘি গরম করে তালের ক্বাথ দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। এ বার চিনি মিশিয়ে আরও খানিক ক্ষণ নাড়াচড়া করুন। নারকেল কোরা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ঘন করা দুধ মিশিয়ে মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিন। এক চিমটে নুন মিশিয়ে দিন ভাল করে। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে উপর থেকে পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা করে ভোগের থালায় সাজিয়ে দিন তালের ক্ষীর।

বাড়িতেই বানান দোকানের মতো মিষ্টি দই

শারদীয়ার দুপুর বলে কথা, শেষ পাতে মিষ্টি দই না হলে চলে? কিন্তু পুজোর সময়ে দোকানে দোকানে তার দাম যে আকাশছোঁয়া। তাই বলে কি পুজোয় মিষ্টি দই খাবেন না! এই পুজোয় বরং বাড়িতেই পেতে নিন মিষ্টি দই। দেখুন কেমন জমে যায় ভূরিভোজ।

উপকরণ-

টক দই - ৪ টেবিল চামচদুধ - ৭০০ মিলিচিনি - ১০ টেবিল চামচ।

প্রণালী-

প্রথমে টক দই নিয়ে একটি ছাঁকনিতে রেখে জল ঝরাতে দিন প্রায় ২-৩ ঘণ্টা। মাথায় রাখুন, দই থেকে জল বার করা খুব জরুরি। এ বার একটি পাত্রে পুরো দুধ নিয়ে ভাল ভাবে ফুটিয়ে একটু গরম করে নিন। তা যেন পরিমাণে কিছুটা কমে যায়। দুধ একটু ঘন হয়ে এলে স্বাদ অনুযায়ী অল্প অল্প করে মেশাতে থাকুন চিনি। মাথায় রাখবেন, পুরো চিনি এখনই মিশিয়ে দেবেন না।

মিষ্টি দইয়ের রং ও স্বাদ আনতে একটি প্যানে চার চা চামচ চিনি নিয়ে নিন। চিনি না গলা অবধি ভাল ভাবে নাড়তে থাকুন। খেয়াল রাখুন, যেন চিনি ধরে না যায়। চিনির দানাগুলি গলে হালকা বাদামি রং ধরলে গ্যাসের আঁচ কমিয়ে তাতে সামান্য দুধ মিশিয়ে নিন। এ বার এই মিশ্রণটি ভাল ভাবে বাকি দুধে মিশিয়ে দিন। দেখবেন, যেন কোনও চিনির ডেলা না থাকে।

টক দই থেকে জল ভাল ভাবে ঝরে গেলে দই একটি পাত্রে নিয়ে ভাল ভাবে ফেটিয়ে নিন। ফেটানো দই দুধের মধ্যে মিশিয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন, দুধ যেন হালকা গরম থাকে। তা না হলে দই ভাল ভাবে মিশবে না। আবার দুধ বেশি গরম থাকলেও মুশকিল।

এ বার যে পাত্রে দই পাতবেন, তাতে দুধের মিশ্রণটি ঢেলে দিন। ভাল হয় যদি ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে দই জমান। তাতে স্বাদ ভাল হয়। পাত্রটিকে ভাল করে চাপা দিয়ে কাপড় মুড়ে রেখে দিন প্রায় ১২ ঘণ্টা। ১২ ঘণ্টা পর পাত্রের ঢাকা খুললেই দেখবেন তৈরি হয়ে গিয়েছে বাড়িতে পাতা মিষ্টি দই।

শাড়ির সাজে দেখাবে সুন্দর

পুজো আসতে আর মাত্র ৪৩ দিন বাকি! পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। গড়িয়াহাট, দক্ষিণাপন, কলেজ স্ট্রিটের শাড়ির দোকানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ইদানীং অল্প বয়সিদের মধ্যে শাড়ি পরার প্রবণতা চোখে পড়ার মতো। অফিসের পার্টি হোক কিংবা পুজো, মেয়েদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকে শাড়িই।

কেউ বেছে নিচ্ছেন হ্যান্ডলুম, কেউ আবার মোডাল সিল্ক, কেউ পছন্দ করছেন অরগ্যাঞ্জা, কেউ মহেশ্বরী। তবে শাড়ি পরার সময়ে নানা ঝক্কি সামলাতে হয় অনেককেই। পুজোয় শাড়ি পরে ঘুরতে হলে জানতে হবে হবে সঠিক কায়দা। জেনে নিন কী ভাবে শাড়ি পরলে তা আর ঝক্কির মনে হবে না।

১) সেফটি পিনের জন্য অনেক ভাল শাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। দামি শাড়ি সেফটি পিনের কারণে ছিঁড়ে গেলে আক্ষেপের শেষ থাকে না। শাড়ির আঁচল হোক কিংবা প্লিটে, সেফটি পিন লাগানোর সময়ে কাগজের ছোট টুকরো, চুলের কাঁটায় লাগানো মুক্ত কিংবা বোতাম সেফটি পিনে ঢুকিয়ে নিলেই হবে সমস্যার সমাধান।

২) শাড়িতে যত কুঁচি পড়বে, দেখতে ততই ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে শাড়িটি প্রথম কোথায় গুজছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। নাভি থেকে ডান দিকে সরিয়ে শাড়ির কোনা গুঁজতে শুরু করুন। তা হলেই বেশি কুঁচি পড়বে।

৩) অনেকেই অনুষ্ঠানে একটু কারুকাজ করা জুতো পরেন। কিন্তু হাঁটার সময়ে তাতে শাড়ি আটকে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই সমস্যা এড়াতে জুতোর উপর মোমের ফোটা ফেলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঘষে নিতে হবে। তা হলে জুতোর চাকচিক্যও বাড়বে আর জুতোর উপরে থাকা পাথরের তীক্ষ্ণতাও কমবে। হিল পরলে শাড়ি পরার আগে জুতো পরে নিন। তাহলে শাড়ি উঁচু লাগবে না। ৪) অনেকেই মনে করেন, শাড়ি পরলেই দেখতে মোটা লাগে। তেমনটা না চাইলে প্লিট করে শাড়ি পড়ার সময় সব সময় খেয়াল করতে হবে যেন প্লিট কাঁধের বাইরে বেরিয়ে না যায়, সরু প্লিট করে শাড়ি পরলে দেখতে রোগা লাগে। প্লিট করতে হলে চওড়া পাড়ের শাড়ি এড়িয়ে চলাই ভাল। শাড়ির সঙ্গে সায়া না পরে শেপওয়্যার পরতে পারেন। এর ফলে শাড়ি শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে, দেখতেও রোগা লাগে।

৫) অনেকের ধারণা শাড়ি পরলে বেঁটে লাগে। প্লিট করে শাড়ি পরার সময়ে আঁচলের দৈর্ঘ্য যেন হাঁটুর নীচে থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আঁচল লম্বা হলে দেখতে বেশ লম্বা লাগবে।

ঘরোয়া উপাদান দিয়ে তৈরি প্যাকেই চুল ঝরে পড়া আটকাতে পারেন

সারা বছর নিজের দিকে তাকানোর বিশেষ সময় পাননি। মাঝেমধ্যে প্রয়োজন হলে সালোঁয় গিয়ে একটু ত্বকচর্চা করে আসেন। কিন্তু পুজোর সময়ে তো আর এমন গা-ছাড়া ভাব মেনে নেওয়া যায় না। তাই সময় থাকতেই পরিচর্যা শুরু করতে হয়। পুজোর সময়ে যে চুলে কায়দা করবেন, মাথায় তো চুল থাকতে হবে। চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে দামি প্রসাধনী ব্যবহার করছেন।

কিন্তু ব্যবহার বন্ধ করলেই চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ যে কে সেই। তবে অভিজ্ঞরা বলছেন, এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ঘরোয়া কিছু উপাদান দিয়ে তৈরি প্যাক ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।

কী কী দিয়ে তৈরি করবেন এই ঘরোয়া প্যাক?

১) প্রথমে একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন।

২) এর মধ্যে মিশিয়ে নিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ মধু।

৩) সঙ্গে মিশিয়ে নিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল।

৪) যদি চুল খুব শুষ্ক হয়, সে ক্ষেত্রে একটি ডিম ভেঙে মিশিয়ে নিতে পারেন।

৫) ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে মাথায় মেখে রাখুন আধঘণ্টা। চাইলে একটি শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে পারেন।

৬) কিছু ক্ষণ পর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। কন্ডিশনার ব্যবহার না করলেও চলবে।

টুকটাক মেকআপ

কাজ থেকে ফেরার পথে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাবেন। সকালবেলা ভাল শাড়ি পরেই বেরিয়েছেন। কিন্তু খুব একটা মেকআপ করেননি। সকাল থেকে মেকআপ করে রাখলে সন্ধেবেলা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা নিখুঁত থাকবেও না। কাজল ঘেঁটে যাবে। মেকআপ গলেও যেতে পারে। টুকটাক মেকআপ প্রসাধনী তো ব্যাগেই থাকে। কিন্তু হাতে সময় বেশি না থাকলে চটজলদি মেকআপ কী ভাবে করবেন তা কি জানা আছে?

১) হাতে খুব বেশি সময় নেই। তাই ফাউন্ডেশন মুখে মাখতে যতটা সময় দিতে হয়, তা দিতে পারবেন না। তা হলে কী করবেন? মুখে যদি কোনও প্রকার তেল ব্যবহার করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের মধ্যে মিশিয়ে নিতে পারেন। প্রাইমার ছাড়াই ফাউন্ডেশন মুখে বসবে ভাল। মসৃণ ভাবও বজায় থাকবে।

২) চোখ আঁকতে গেলে আলাদা করে আইশ্যাডো ব্যবহার করার সময় না পেলে গালের হাড়ের উপর যে ''হাইলাইটার'' ব্যবহার করেন, এ ক্ষেত্রে তাই-ই কাজে লাগাতে পারেন। এই সময়ে চোখে কাজলও পরে ফেলতে পারেন।

৩) হাতে সময় কম অথচ ভুরু আঁকতে হবে নিঁখুত ভাবে। পাউডার বা পেন্সিল ব্যবহার না করে এ ক্ষেত্রে গ্লিসারিন দেওয়া সাবানজাতীয় প্রসাধনী ব্যবহার করাই ভাল। তাতে ভুরুর বেশি ঘন দেখাবে।

৪) লিপস্টিক পরার আগে তো লিপ লাইনার দিয়ে ঠোঁট আঁকতে হয়। কিন্তু হাতের কাছে সেই বস্তুটিকে খুঁজে পাচ্ছেন না। চিন্তা নেই ভুরু আঁকার পেন্সিলটিকেই কাজে লাগানো যেতে পারে। তার পর লিপস্টিক পরে ফেলতেই পারেন।

৫) মেকআপ যতই হালকা হোক, তা যাতে বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয়, তার জন্য সেটিং স্প্রে ব্যবহার করতে কিন্তু ভুলবেন না।

তালের মালপোয়া

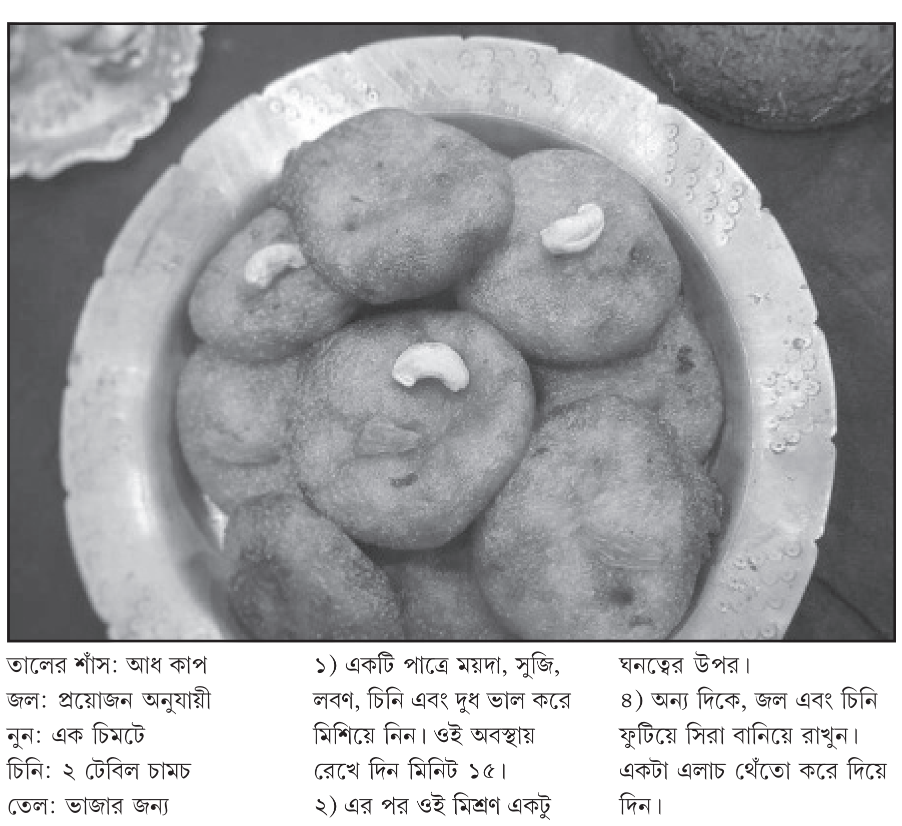

পুজোর আগে ঠিক এই সময়টাতেই বাজারে তাল পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। সামনেই আবার জন্মাষ্টমী। বেতের ঝুড়িতে তালের শাঁস বার করে, তা থেকে রস ঝরিয়ে তালের বড়া, তালক্ষীর, তালের পায়েস আগে বাড়িতে কত কীই না তৈরি করা হত। এখন এত সময় ব্যয় করে এই সব খাবার বানানোর চল প্রায় উঠেই যেতে বসেছে।

কারণ, বিকল্প উপায়ও যে রয়েছে। একটু খুঁজলে প্রায় সবই মিষ্টির দোকানে তালের শাঁস দিয়ে তৈরি খাবার কিনতে পাওয়া যায়। এই জন্মাষ্টমীতে মালপোয়া বানাবেন বলে ঠিক করেছেন। তার সঙ্গে তাল মিশিয়ে নিলে খেতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না। কী ভাবে বানাবেন তালের মালপোয়া, রইল প্রণালী।

উপকরণ:

ময়দা: ১ কাপ
সুজি: আধ কাপ
দুধ: আধ কাপ
তালের শাঁস: আধ কাপ
জল: প্রয়োজন অনুযায়ী
নুন: এক চিমটে
চিনি: ২ টেবিল চামচ
তেল: ভাজার জন্য
ছোট এলাচ: ২টি
সিরা: চিনি এবং জল সমপরিমাণ

প্রণালী:

১) একটি পাত্রে ময়দা, সুজি, লবণ, চিনি এবং দুধ ভাল করে মিশিয়ে নিন। ওই অবস্থায় রেখে দিন মিনিট ১৫।

২) এর পর ওই মিশ্রণ একটু ফুলে উঠলে তার সঙ্গে মিশিয়ে নিন তালের শাঁস।

৩) প্রয়োজনে জল মেশাতেই পারেন। তবে তা নির্ভর করবে ঘনত্বের উপর।

৪) অন্য দিকে, জল এবং চিনি ফুটিয়ে সিরা বানিয়ে রাখুন। একটা এলাচ থেঁতো করে দিয়ে দিন।

৫) কড়াইতে তেল গরম করে মালপোয়া ভেজে নিন। চিনির সিরার মধ্যে দিয়ে রাখুন।

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য দিল্লি পুলিশ মেট্রো কর্পোরেশনকে চিঠি দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দিল্লি পুলিশ, দিল্লি মেট্রো কর্পোরেশনকে ৮, ৯, ১০ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টে থেকে মেট্রো চালু করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই সংক্রান্ত একটি চিঠিও দিল্লি পুলিশ মেট্রো কর্তৃপক্ষকে দিয়েছে। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তাই দিল্লি পুলিশ মেট্রোরেলকে এই নির্দেশ দিয়েছে।

এই বিষয়ে দিল্লির পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরা ডিএমআরসিকে একটি চিঠি লিখেছেন। পুলিশ কমিশনার অরোরা জানিয়েছেন, ৮, ৯, ১০ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টে থেকে মেট্রো চালানো উচিত, যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের যাতায়াতে কোনও ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। তিনি বলেন, ট্র্যাফিক বিধিনিষেধের কারণে নয়াদিল্লি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে এই সময় সমস্যা হতে পারে। তাই পুলিশ সদস্যরা যাতে সময়মতো নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্যই মেট্রোর সময়সূচি বদলানো জরুরি।

চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, জি-২০ সম্মেলনের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দায়িত্বের জন্য ৪০ হাজারেরও বেশি দিল্লি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

যাতে এই পুলিশ সদস্যরা এবং অন্যান্য কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছোতে পারে সেজন্যই মেট্রো ভোর ৪টে থেকে চালু করা উচিত।

ফের যাদবপুরে ইসরোর প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবারের পর বুধবার, ফের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরোর প্রতিনিধিদল। মূলত ব্যাগিং রুখতে কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় সেটা খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধিরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বর, হস্টেলে নজরদারিতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তাও দেখছেন বিজ্ঞানীরা। প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুর জেরে ইউজিসি-এর নির্দেশিকা মেনে সিসিটিভি বসছে যাদবপুরে। সরকারি একটি সংস্থাকে বরাত দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বস্তুত, কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেবার বসবে, ক্যাম্পাসে গিয়ে তা খতিয়ে দেখেছেন ওই সংস্থার আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, বহিরাগতদের রুখতে বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেলে গেটে এক্স-সার্ভিসম্যান মোতায়েনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যাদবপুরে র‍্যাগিং রুখতে ইসরো প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন আচার্য, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কীভাবে? ভারতের চন্দ্রাভিযান সফল হওয়ার পর, ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেন তিনি। রাজ্যপালকে সাহায্য আশ্বাস দিয়ে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ।

এক সূর্য, এক বিশ্ব; এক গ্রিড খুব শীঘ্রই বাস্তবে পরিণত হবে : আর কে সিং

MINIST POWER
INDIA
www.PSUWATCH.com

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এক সূর্য, এক বিশ্ব; এক গ্রিড খুব শীঘ্রই বাস্তবে পরিণত হবে, কারণ অনেক দেশ এই উদ্যোগে যোগ দিতে নিজেদের আগ্রহ দেখিয়েছে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী আর কে সিং। বুধবার ভিডিও বার্তার মাধ্যমে "এক সূর্য, এক বিশ্ব; এক গ্রিড"-এর জন্য ট্রান্সন্যাশনাল গ্রিড ইন্টারকানেকশন সেমিনারে বক্তব্য রাখার সময় বিদ্যুৎমন্ত্রী আর কে সিং বলেছেন, এই উদ্যোগটি অনেক দেশই গ্রহণ করেছে এবং অনেক দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব পাওয়ার গ্রিড রয়েছে, তবে এই গ্রিডগুলিকে আন্তঃসংযোগ করতে হবে, যাতে মানুষজন এর থেকে সর্বাধিক সুবিধা পায়। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, ভারতের ইতিমধ্যেই নেপাল, বাংলাদেশ মায়ানমারের সঙ্গে গ্রিডের আন্তঃসংযোগ রয়েছে, সেখানে গ্রিডের আন্তঃসংযোগের জন্য শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহী এবং সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, দেশগুলির একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যারা এক সূর্য, এক বিশ্ব; এক গ্রিড উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি খসড়া চুক্তির দিকে তাকিয়ে আছে। মন্ত্রী বলেন, আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হলে কোনও অঞ্চলই বিদ্যুৎ সংকটে পড়বে না। তিনি বলেন, এটি বিশ্বকে নেট শূন্য নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম করবে।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে শিশির অধিকারী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে হামলার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী। শুক্রবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। স্থায়ী পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন ঘিরে সকাল থেকে তুমুল উত্তেজনা ছিল খেজুরিতে। চলে বোমাবাজি। হামলা হয় বিডিওর গাড়িতে। এমনকী, বিডিও অফিসের ভিতর সাংসদ শিশিরবাবু বসে থাকাকালীন অফিসের ছাদেও বোমা পড়ে বলে অভিযোগ। হামলার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন খেজুরি ২ ব্লকের বিডিও ত্রিভুবন নাথ। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি। দীর্ঘক্ষণ পর পুলিশের মধ্যস্থতায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি।

এরপরই খেজুরি থেকে বারাতলার দিকে যাচ্ছিলেন সাংসদ শিশিরবাবু। তেঁতুলতলার কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটো থেকে শিশিরবাবুর গাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ইটবৃষ্টি হয়। ভাঙে গাড়ির কাঁচ। সঙ্গে সঙ্গে শিশির অধিকারীর নিরাপত্তারক্ষীরা গাড়ি থেকে অভিযুক্তদের তাড়া করে। এদিকে সাংসদকে নিয়ে যাওয়া হয় কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন সাংসদ।

দেশের নাম বিতর্কে মুখ খুললেন মায়াবতী, বিঁধলেন বিজেপি ও বিরোধীদের

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দেশের নাম বিতর্কে এবার মুখ খুললেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি বিঁধলেন বিজেপি ও বিরোধীদের। বুধবার লখনউ-তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, 'আসল কথা হল, একটি সুগঠিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিরোধীরা বিজেপি-এনডিএ-কে নিজেদের জোটের নাম "আইএনডিআইএ" রেখে সংবিধান পরিবর্তন করার সুযোগ দিয়েছে...এটা শাসক দল ও বিরোধীদের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।' মায়াবতী আরও বলেছেন, 'নির্বাচনের আগে তাঁরা যে রাজনীতি করছেন, তা জনগণ জানেন। বেকারত্ব,দারিদ্র্য এবং মুদ্রাস্ফীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিকে তাঁরা এড়িয়ে গিয়েছে। বিজেপি-এনডিএ জোটের উচিত ছিল সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া।' মায়াবতী বলেছেন, 'সংবিধান পরিবর্তন করা এবং জনগণের

সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বিরোধীরা জনসাধারণের সমস্যার কথা তুলে ধরবে : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিরোধীরা সংসদের বিশেষ অধিবেশনে অংশ নেবে এবং জনসাধারণের সমস্যার কথা সংসদে তুলে ধরবে বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং সাংসদ জয়রাম রমেশ বুধবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সংসদের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস অংশ নেবে এবং জনসাধারণের সমস্যাগুলি তুলে ধরবে।

রমেশ বলেন, মঙ্গলবার এই বিষয়ে কংগ্রেস সংসদীয় দলের একটি বৈঠক হয়েছে।

এই বৈঠকে কংগ্রেসের সংসদ অধিবেশনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে মঙ্গলবার ভারতের সাংসদদের সঙ্গে একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিশেষ অধিবেশনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে সব দল। মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, কংগ্রেস সংসদের বিশেষ অধিবেশনে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা, হিমাচল প্রদেশের বিপর্যয় এবং মণিপুরের অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি গৌতম আদানি ইস্যু তুলে ধরা হবে। গগৈ বলেন, কংগ্রেস চায় দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি সহ অন্যান্য বিষয়গুলিও সংসদে আলোচনা করা উচিত এবং বিরোধীদের কথা বলারও সুযোগ দেওয়া উচিত। সরকার ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে।

জি-২০ : ভারতে আসতে শুরু করেছে বিদেশী প্রতিনিধিরা, প্রস্তুত রাজধানীও

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জি-২০ সম্মেলনের জন্যে বিভিন্ন বিদেশী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নতুন দিল্লিতে আসতে শুরু করেছেন। নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু ইতিমধ্যেই ভারতে এসে পৌঁছেছেন। তিনিই হলেন প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি এই সম্মেলনে যোগ দিতে সর্বাগ্রে এলেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী এস পি সিং বাঘেল বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান।

কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় আগামীকাল ভারতে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি সব ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করবেন। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আসা আমেরিকার সকল প্রতিনিধির এদেশ সফরের আগে কোভিড পরীক্ষা করানো হচ্ছে। সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বাইডেন।

দেশজুড়ে পালিত জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে মন্দিরে-মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে জন্মাষ্টমী। বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণের কংসের কারাগৃহে জন্ম হয়। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলকাতার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ, নদীয়া এবং উত্তর প্রদেশের মথুরা, বৃন্দাবন-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে উৎসব পালন করা হচ্ছে। মন্দিরে-মন্দিরে ঢল নামছে পুণ্যার্থীদের।

যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় উত্তর প্রদেশে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হচ্ছে। বাঁকেবিহারী, ইস্কন, এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির-সহ দেবালয়গুলি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে পুণ্যার্থীরা পুজোপাঠ-প্রার্থনায় অংশ নিচ্ছেন। পুরাণ মতে, ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ-এর জন্ম হয় মথুরায় মধ্যরাতে। মথুরার শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমিতে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সমবেত হয়েছেন। বহু বিদেশীও এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। তিথি অনুযায়ী বুধবার রাত ৮-টার পর অষ্টমী শুরু হবে। তাই আজ ও আগামীকাল দু"দিনই এই উৎসব পালন করা হবে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের "টেট পাশ" রায় বহাল

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : টেট পাশের নম্বর নিয়ে আপাতত বহাল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ের ওপর এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। বুধবার এমনটাই জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। জানিয়েছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্যের একক বেঞ্চ। এই রায় তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। গত ৩ নভেম্বর বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, ২০১৪ এবং ২০১৭ র টেটে সংরক্ষিত বিভাগের যে প্রার্থীরা ৮২ পেয়েছেন তাদের টেট উত্তীর্ণ হিসাবে গন্য করতে হবে এবং ২০২২ এর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের সুযোগ দিতে হবে মামলাকারিদের দাবি, ২০১৪ এবং ২০১৭ এর টেটে সংরক্ষিত বিভাগের বহু প্রার্থী ১৫০ এর মধ্যে ৮২ নম্বর পেয়েছে। ফলে এরা গড়ে ৫৪.৬৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। নিয়ম অনুসারে ৫৪.৬৭ কে ৫৫ নম্বর হিসাবে গন্য করতে হবে। এবং ৫৫ পেলেই এরা টেট উত্তীর্ণ হিসাবে মান্যতা পাবেন।

এর আগে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চে রায় দ্বিধা বিভক্ত হয়। তারপরে মামলা যায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্যের তৃতীয় বেঞ্চে।

কসবা থানায় ডেকে পাঠানো হচ্ছে মৃত ছাত্রের কিছু শিক্ষককে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কসবার স্কুলে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় এ বার কিছু শিক্ষককে থানায় ডাকতে চলেছে পুলিশ। যদিও মঙ্গলবার প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনায় খুনের প্রমাণ পাননি বরং আত্মহত্যারই ইঙ্গিত পেয়েছেন।

ওই স্কুলের প্রধানশিক্ষক-সহ চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মৃত ছাত্রের বাবা। সেই সূত্রেই জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সাক্ষী হিসাবে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে কসবা স্কুলের কয়েক জন শিক্ষককে। বুধবার তাদের কাছ থেকে ঘটনার দিন কী হয়েছিল তা জানতে চাওয়া হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত সোমবার কসবার রথতলার সিলভার পয়েন্ট হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র শেখ শানের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায় স্কুলবাড়ির নীচে। এর পরেই মৃত ছাত্রের বাবা শেখ পাপ্পু কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং আরও দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

পুলিশকে তিনি জানান, তাঁর ছেলেকে মারধর করেছেন স্কুলের শিক্ষকেরা। তাতেই মৃত্যু হয়েছে তার। এমনকি, স্কুল কর্তৃপক্ষ বছরখানেক আগে তাঁকে 'চিনে রাখার' হুমকি দিয়েছিলেন বলেও দাবি করেন পাপ্পু।

বুধবার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কসবার ওই স্কুলে এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে যেতে পারে পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই চিকিৎসকই মৃত পড়ুয়া শানের দেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন।

তপনে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় শুভেন্দু

তপন, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় পা মেলালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আধিকারী। বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ তপনে পৌঁছোন তিনি। মতুয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ বাজনা ও ঢাক বাজিয়ে এদিন তাঁকে স্বাগত জানান মন্দিরের মহারাজ প্রবোধ ধর। উত্তরবঙ্গের মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনের রাধাগোবিন্দ মন্দির। রথযাত্রা ছাড়াও প্রতি বছর রাধাগোবিন্দ মন্দিরের তরফে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করা হয়ে থাকে। এ বছর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দু'দিন আগে থেকে রাজ্য ও তার বাইরের পুরোহিত এবং আচার্য্যদের দ্বারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

জন্মাষ্টমীর জের, রাতে রীতিমতো স্তব্ধ যশোর রোড

উত্তর ২৪ পরগণা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : লাখো ভক্ত সমাগমে জন্মাষ্টমীর পাশাপাশি বাবা লোকনাথের জন্মতিথি উদযাপনে রাস্তায় নামল ভক্তদের ঢল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ল দূর-দুরান্ত থেকে আসা ভক্তদের ভিড়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জেলায় উৎসবের মেজাজ।

এক সময় রীতিমতো স্তব্ধ হয়ে যায় যশোর রোড। যানজট অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৩৪, ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক। কচুয়া ধামে যাওয়ার প্রধান রাস্তা টাকি রোডও স্তব্ধ হয়ে পড়ে প্রতিবছরের মতই। প্রশাসনের তরফ থেকে বাড়তি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলিতে। ফলে যানজটের সৃষ্টি হলেও তেমন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। লোকনাথ ভক্তদের পুণ্য তীর্থের উদ্দেশ্যে যাওয়ার রাস্তায় দু"পাশে জলছত্র করে ভক্তদের সেবা করতে দেখা যায় বহু মানুষকে। মধ্যমগ্রাম, সোদপুর রোড, ডাকবাংলো মোড়, চাঁপাডালি মোড়, রাত যত বেড়েছে তত বেড়েছে মানুষের ঢল। রাস্তায় আলোকিত করা হয় বিভিন্ন সংস্থার তরফ থেকে।

লোকনাথ ভক্তদের সেবা করতে বহু সেবায়েতকে দেখা যায় জল দিয়ে পা ধুয়ে দিতেও। পাশাপাশি এদিন গঙ্গার থেকে জল তুলে কাধে বাঁক নিয়েও বহু ভক্তদের দেখা যায় পায়ে হেঁটে চাকলা ধামের উদ্দেশ্যে যেতে। কেউ বাইক,আবার কেউ সাইকেল করে চলেছে।

লোকনাথ ভক্তদের এই পুণ্য তীর্থযাত্রায় ছোঁয়া লেগেছে আধুনিকীকরণেরও। ডিজে বাজিয়েও ভক্তদের উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে দেখা যায় তীর্থ ক্ষেত্রে পৌঁছতে। নানা রংয়ের রঙিন আলোতে ডিজে বাজিয়ে চলে এই যাত্রা। বাদ জাননি মহিলা শিশুরাও। উৎসবের মেজাজে এলাহি আয়োজনের মধ্যে দিয়েই চলে লোকনাথ ধাম যাত্রা। কয়েক লাখ ভক্তদের সামাল দিতে জেলা পুলিশও রাত জেগে রইল রাস্তায়। বিভিন্ন থানা এলাকায় বিশেষ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয় নিরাপত্তার কারণে। রাত থেকে লাইন দিয়ে চলে বাবা লোকনাথের মাথায় জল ঢালা ও বিশেষ আরাধনা চলে।চাকলা ধাম মন্দির কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়ে, তার জন্যই রাখা হয় বিশেষ ব্যবস্থা। একই ব্যবস্থা রাখা হয় কচুয়া ধামেও। চলে বিশেষ পুজো পাঠও। বুধবার জল ঢেলে, পুজো দিয়ে ফিরবে ভক্তরা নিজ নিজ ঠিকানায়। মঙ্গলবার যেমন রাস্ত ভক্তদের ভিড়ে ঠাসা ছিল। বুধবার তেমনই থাকবে ট্রেন,বাসে চোখে পড়ার মত ভিড়।

বিরোধী জোটকে ফের একহাত তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রে বিরোধী জোটকে ফের একহাত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি রাজ্য বিজেপি-র টুইটার পুক্ত করে লিখেছেন, "তিন-তিনটে বৈঠক হয়ে গেল, প্রধানমন্ত্রী পদের দাবীদার দূরে থাক, আহবায়ক, লোগো, আসন সমঝোতা, কিছুই ঠিক করতে পারল না ফুটো-ফুটো জ্ঞ.ঞ্চঙ্গ.জ্ঞ.ঙ! অগত্যা উপায় ? হাবার মত চিৎকার, "হে হে, বিজেপি ভয় পেয়েছে, বিজেপি ভয় পেয়েছে" !

এর আগে তিনি এ ব্যাপারে লিখেছেন, "জ্ঞ.ঞ্চঙ্গ.জ্ঞ.ঙ জোটের যত কর্মকান্ড হচ্ছে সব আসন-সমঝোতাকে দূরে সরিয়ে রেখে। কারণ পরিষ্কার - ওটা অসম্ভব। যেখানে প্রতিটি দলের নেতার প্রধানমন্ত্রী পদের দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে জল ঝরছে, নিজ নিজ রাজ্যে পরস্পরের সঙ্গে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লড়াইয়ে মত্ত, সেখানে কিসের কি আসন-সমঝোতা?"

সালেমে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে যাত্রীবোঝাই গাড়ির ধাক্কা, মৃত শিশু—সহ ৬

সালেম, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তামিলনাড়ুর সালেমে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে ধাক্কা যাত্রীবোঝাই গাড়ির। ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশু সহ ৬ জনের। আশঙ্কাজনক আরও দু'জন বলে খবর। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সালেম-ইরোদ হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন ভোর ৪টে নাগাদ রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে ধাক্কা মারে গাড়িটি। বেপরোয়া গতির জেরে লরির তলায় ঢুকে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। খবর পেয়ে পৌঁছোয় পুলিশ। আহত ২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জামিন চেয়ে এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জামিন চেয়ে এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারির একবছর পেরনোর পর এবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। হাই কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তভার পেয়েছে ইডি-সিবিআই। তাঁদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে অনেকে। সেই তালিকাকেই রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত বছর জুলাইয়ের শেষ দিকে টানা জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

আমরা দেশের ক্ষতি চাই না, প্রয়োজন হলে নিজেদের জোটের নাম বদলে ফেলবো : ওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আমরা দেশের ক্ষতি চাই না, প্রয়োজন হলে নিজেদের জোটের নাম বদলে ফেলবো। বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। ইন্ডিয়া ও ভারত বিতর্ক প্রসঙ্গে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমাদের সংবিধানে উভয় নামই নিবন্ধিত রয়েছে। "ইন্ডিয়া" এবং "ভারত" দু"টি নামই লেখা আছে... প্রধানমন্ত্রীর প্লেনে ভারত ও ইন্ডিয়া লেখা আছে, তাহলে কত জায়গা থেকে নাম পরিবর্তন করবে।'

ওমর আব্দুল্লাহ আরও যোগ করেছেন, 'যদি শুধুমাত্র বিরোধীরা নিজেদের নাম "আইএনডিআইএ" রেখেছে বলে এমনটা করা হচ্ছে, তাহলে আমরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে ফেলব। কিন্তু, আমরা দেশের ক্ষতি করতে চাই না... আমরা যদি সামান্য ইঙ্গিত পাই যে, ''আইএনডিআইএ'' অ্যালায়েন্স নামের কারণে এমনটা করা হচ্ছে, তাহলে আমরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করব।'

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সহযোগিতা করার জন্য চিকিৎসক ডা: কনক চৌধুরীকে নির্দেশ দেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা করে দেওয়ার পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী জমি সহ আইনি সংক্রান্ত বিষয় নিপত্তিরও ব্যবস্থা করে দেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার এবং ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

৩৩১ ভোটার

● আটের পাতার পর

মিছিলে হাঁটতে হয়না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিতে কাজ করছে সরকার। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সিপিএম মিলে রাজ্যের শান্তির পরিবেশ বিনষ্ট করে উন্নয়ন স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্র করেছিলো। আইয়া পরতাছি গ্যাং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বলেছিল বিজেপি না-কি পাঁচটি আসন পাবেনা।কিন্তু ফলাফলে প্রমাণ হয়েছে রাজ্যের মানুষ বিজেপির পাশে রয়েছে। এখনো যারা বিভিন্ন দলে রয়েছে তাদের বিজেপির পতাকাতলে এসে শ্রেষ্ঠ বিশালগড় গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সহচরী হওয়ার আহবান জানান বিধায়ক সুশান্ত দেব। জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক বলেন বামফ্রন্ট করলে মিছিল মিটিং করতে পারবেন। সারাবছর চাঁদা দিতে পারবেন। কিন্তু সম্মান পাবেন না। কিন্তু বিজেপি একমাত্র দল কার্যকর্তাদের সম্মান করে। বাম যুব নেতা পুলস্ত চক্রবর্তী বিজেপিতে যোগ দিয়ে বলেন আমি সিপিএমের সকল পদ এবং সভ্যপদ থেকে পদত্যাগ করার পর সিপিএম আমাকে বহিষ্কার করেছে। তিনি বলেন কেউ সিপিএম করবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে শ্রেষ্ঠ ভারত নির্মাণ চলছে।

কর্মীদের প্রয়াস

● প্রথম পাতার পর

এবং কর্মীরা রবিবার রাত থেকে সোমবার ও টানা মেরামতি চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র আগরতলা শহরের মধ্যেই ৬৯৩ টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে। এর মধ্যে আমতলীতে ৩৯টি, বনমালীপুর ১ এ ৮৫ টি, বনমালীপুর দুই নং ৩৫টি, বড়দোয়ালি গ্রামীণ এলাকায় ২৭ টি, শহর এলাকায় চল্লিশটি, ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এ কুড়িটি, দুর্গা চৌমুহনীতে ৬২টি, দুরজয়নগরে ১৩৭ টি, জিবি এলাকায় ১০৫ টি , আই জি এম এলাকায় ৩৮ টি, যোগেন্দ্রনগর এ ৭০ টি ,প্রতাপগড়ের ২৪ টি এবং সেকেরকোট এলাকায় ৪১টি বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগের পর সারাই পর্ব সম্পন্ন করা হয়েছে।এছাড়াও তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বরমুড়া, হাওয়াই বাড়ি, নেতাজি নগর, লেম্বু ছড়া, কালী টিলা ,শান্তিনগর , ডিএম কলোনি এবং রাজনগরে মোট ১১ টি খুঁটি নষ্ট হয়েছে গাছ পড়ে যাওয়ার কারণে। ১২ কিলোমিটার এলাকায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। চাকমাঘাট এলাকায় মাইগঙ্গা, কৃষ্ণপুর, হদ্রাই এলাকায় আরো ৯টি খুঁটি এবং ৪ কিলোমিটার তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জম্পুই পাহাড়ে ভূমিধসের কারণে ৩৩ কেভি লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় এক কিলোমিটার এলাকায় তার ছিড়ে যায়। মান্দাই এলাকায় পাঁচটি খুঁটি এবং এক কিলোমিটার তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এডিসি সদর দপ্তর এ চারটি খুঁটি এবং দুই কিলোমিটার তার, জিরানিয়ায় তিনটি খুঁটি এবং ১ কিলোমিটার তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রানীরবাজারের কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয় তারের উপরে গাছ পড়ে যাওয়ার কারণে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা রাতদিন বিরতিহীন ভাবে কাজ করে প্রায় ৮০ শতাংশ ত্রুটি সারাই করে খুঁটি বসানোর কাজও প্রায় শেষ করে এনেছেন। যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায়, বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা বিরতিহীনভাবেই সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

তখন আমি লিখেছিলাম যে জি-২০র মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহকে দক্ষিণ বিশ্ব ও আফ্রিকার প্রান্তিক আকাঙ্ক্ষাকে মূলধারায় আনার প্রেক্ষাপটে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল ।আমাদের প্রেসিডেন্সির অধীনে অন্যতম প্রধান উদ্যোগ ছিল ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট, যেখানে ১২৫টি দেশের অংশগ্রহণ ছিল। দক্ষিণ বিশ্ব থেকে প্রস্তাবনা এবং ধারণা সংগ্রহের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন ছিল। উপরন্তু, আমাদের প্রেসিডেন্সিতে কেবল আফ্রিকান দেশগুলির সর্বকালের বৃহত্তম অংশগ্রহণই ছিল না বরং, জি-২০র স্থায়ী সদস্য হিসাবে আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও জোর দেওয়া হয়েছে ।একটি আন্তঃ সংযুক্ত বিশ্ব মানে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলিও আন্তঃসংযুক্ত। এটি ২০৩০ এজেন্ডার মধ্যবর্তী বছর এবং অনেকে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে এসডিজির অগ্রগতি সঠিক পথে নেই। সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, জি-২০ ২০২৩ এর ''অ্যাকশন প্ল্যান এসডিজি'' (সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য রূপায়ণে কর্ম পরিকল্পনা) বাস্তবায়নে জি-২০ ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা দেবে ।ভারতে, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন করা প্রাচীনকাল থেকেই একটি আদর্শ এবং আমরা আধুনিক সময়েও জলবায়ু কার্যক্রমে আমাদের অংশীদারিত্ব দিয়ে আসছি ।দক্ষিণ বিশ্বের অনেক দেশ উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং জলবায়ু পদক্ষেপ অবশ্যই একটি পরিপূরক সাধনা হতে হবে। জলবায়ু পদক্ষেপের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি অবশ্যই জলবায়ু অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যকলাপের সাথে মিলিত হতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে কী করা উচিত নয় সে সম্পর্কে বিশুদ্ধ সীমাবদ্ধ মনোভাব থেকে সরে এসে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কী করা যেতে পারে তার দিকে মনোযোগ দিয়ে আরও গঠনমূলক মনোভাবের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ।একটি স্থিতিস্থাপক এবং সহনশীল নীল অর্থনীতির জন্য চেন্নাই এইচএলপি আমাদের মহাসাগরগুলিকে স্বাস্থ্যকর রাখার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে ।গ্রিন হাইড্রোজেন ইনোভেশন সেন্টারের পাশাপাশি আমাদের প্রেসিডেন্সি থেকে স্বচ্ছ এবং সবুজ হাইড্রোজেনের জন্য একটি বৈশ্বিক বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠবে।২০১৫ সালে, আমরা আন্তর্জাতিক সৌর জোট চালু করেছি। এখন, গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে, আমরা একটি বৃত্তাকার অর্থনীতির সুবিধার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শক্তি রূপান্তর সক্ষম করতে বিশ্বকে সহায়তা করব ।এই আন্দোলনকে গতিশীল করার সর্বোত্তম উপায় হ''ল জলবায়ু পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক করা। ব্যক্তি যেমন তার দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের উপর ভিত্তি করে দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত নেন, তারা গ্রহের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে জীবনযাত্রার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যোগব্যায়াম যেমন সুস্থতার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী গণ আন্দোলন হয়ে উঠেছে, তেমনি আমরা সুস্থায়ী পরিবেশের জন্য অনুকূল জীবনশৈলি দিয়ে বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিলেট, বা শ্রী অন্ন, যে কোন জলবায়ুর সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম কৃষিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষে, আমরা মিলেটকে বৈশ্বিক স্তরে নিয়ে গিয়েছি। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সম্পর্কিত দক্ষিণের উচ্চ পর্যায়ের নীতিগুলিও এই ক্ষেত্রে সহায়ক ।প্রযুক্তি রূপান্তরমূলক তবে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। অতীতে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুবিধাগুলি সমাজের সমস্ত অংশকে সমানভাবে উপকৃত করেনি। বিগত কয়েক বছরে ভারত দেখিয়েছে যে কীভাবে প্রযুক্তি বৈষম্যকে প্রশস্ত করার পরিবর্তে সংকীর্ণ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ।উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ যারা ব্যাংকিং থেকে বঞ্চিত, বা ডিজিটাল পরিচয়ের অভাব রয়েছে, তাদের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (ডিপিআই) মাধ্যমে আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আমাদের ডিপিআই ব্যবহার করে আমরা যে সমাধানগুলি তৈরি করেছি তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে। এখন, জি-২০-র মাধ্যমে আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির শক্তি উন্মোচনের জন্য ডিপিআই-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে, গড়ে তুলতে এবং মাত্রাবৃদ্ধি করতে সহায়তা করব ।ভারত যে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি, তা কোনো দুর্ঘটনা নয়। আমাদের সহজ, পরিমাপযোগ্য এবং সুস্থায়ী সমাধানগুলি দুর্বল এবং প্রান্তিকদের আমাদের উন্নয়নের গল্পে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ক্ষমতায়িত করেছে। মহাকাশ থেকে শুরু করে খেলাধুলা, অর্থনীতি থেকে উদ্যোক্তা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতীয় মহিলারা। তারা নারীর উন্নয়ন থেকে নারীনেতৃত্বাধীন উন্নয়নের আখ্যানকে বদলে দিয়েছে। আমাদের জি-২০ প্রেসিডেন্সি লিঙ্গ ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের ব্যবধান হ্রাস এবং নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের বৃহত্তর ভূমিকা পালনে কাজ করছে ।ভারতের জন্য জি-২০ প্রেসিডেন্সি শুধুমাত্র একটি উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নয়। মাদার অব ডেমোক্রেসি এবং বৈচিত্র্যের মডেল হিসেবে আমরা বিশ্বের জন্য এই অভিজ্ঞতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছি ।আজ, এ সমস্ত কিছু সম্পাদন করার গুণ ভারতের সাথে যুক্ত। জি-২০ প্রেসিডেন্সিও এর ব্যতিক্রম নয়। এটি একটি জনমুখী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমাদের মেয়াদের শেষে ১২৫টি দেশের প্রায় ১,০০,০০০ প্রতিনিধিকে স্বাগত জানিয়ে দেশের ৬০টি শহরে ২০০টিরও বেশি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এত বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক বিস্তৃতি কারোর সভাপতিত্বে কখনও হয়নি ।ভারতের জনসংখ্যা, গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য এবং উন্নয়ন সম্পর্কে অন্য কারও কাছ থেকে শোনা এক জিনিস। আর সেগুলি সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি নিশ্চিত যে আমাদের জি-২০ প্রতিনিধিরা এর পক্ষে কথা বলবেন ।আমাদের জি-২০ প্রেসিডেন্সির বিভাজন দূর করতে, বাধা দূর করতে এবং সহযোগিতার বীজ বপন করার চেষ্টা করে যা এমন একটি বিশ্বকে পুষ্ট করে যেখানে বিরোধের উপরে ঐক্য বিরাজ করে, যেখানে অভিন্ন নিয়তি বিচ্ছিন্নতাকে গ্রাস করে। জি-২০ প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমরা বৈশ্বিক টেবিলকে আরও বড় করে তুলব, যাতে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং প্রতিটি দেশ সেখানে ভূমিকা রাখে। আমি ইতিবাচক যে আমরা আমাদের অঙ্গীকারকে কাজ এবং ফলের সাথে মিলিয়েছি।

উপপ্রধান

● আটের পাতার পর

জল জমে থাকার কারণে বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘর থেকে শৌচাগার ভেঙে পড়েছে এবং প্রায় ১৫ টি পুকুর জলে ভেসে প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়েছে, তাই গত ২৮শে আগস্ট এলাকার কৃষক এবং সাধারণ মানুষজন জল নিষ্কাশনের দাবিতে বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার হয়, তাই প্রশাসনিক কথা রাখতে গিয়ে আজ মঙ্গলবার দক্ষিণ সোনাইছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জল নিষ্কাশনের জন্য পুকুর পার সংলগ্ন জায়গায় ড্রেইন করতে গেলে যদু পালের ছেলে প্রিয়ঙ্কর পাল এবং স্ত্রী ফুলন পাল উপ প্রধানের উপরে অতর্কিত হামলা করে এবং উপপ্রধান কে প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলে ও অভিযোগ করেন উপপ্রধান বাবুল মজুমদার। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে,এলাকাবাসী উপপ্রধানের উপর আক্রমণকারী প্রিয়ঙ্কর পালকে বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রিয়ঙ্কর পাল এলাকায় একজন উশৃংখল নেশাখোর এবং নেশা বিক্রেতা বলে জানায় এলাকাবাসী, কিছুদিন পূর্বে প্রিয়ঙ্কর পঞ্চায়েতের প্রধান বিধান মজুমদারের উপরেও হামলা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে ,বাবুল মজুমদার থানায় লিখিতভাবে মামলা করে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছে, প্রশ্ন উঠছে সরকারি কাজে কি করে বাধা সৃষ্টি করে সরকারি প্রতিনিধি তথা একজন জন প্রতিনিধির উপর হামলা করে প্রিয়ঙ্কর, এখন দেখার বিষয় পুলিশ এ বিষয়ে কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

সংগঠিত করা হয়। মিছিলটি রাজধানীর ড্রপগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের অগ্রভাগে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য। তিনি মিছিলের পর পথসভায় বক্তব্য রেখে বলেছেন, দেশে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা দেশে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বেড়েছে বেকারত্ব এবং এর সাথে অত্যাচার এবং অবিচার চলছে। এর পাশাপাশি মহিলাদের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ যখন প্রতিবাদে মুখরিত হয় তখন রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। কিন্তু জনগণের সমর্থন না থাকার পরেও রাষ্ট্রশক্তি কাজে লাগিয়ে মানুষের উপর এ ধরনের অত্যাচার নামিয়ে আনা অত্যন্ত নিন্দার বলে অভিযোগ করেন তিনি। কেন্দ্র সরকারকে এদিন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রাক্তন সাংসদ আরো বলেন, আগস্ট মাসে পার্লামেন্ট অধিবেশন শেষ হওয়ার পর পুনরায় বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ অধিবেশন তখনই ডাকা হয় যখন দেশে মধ্যে খাদ্য সংকট কিংবা জরুরি অবস্থা তৈরি হয়।এই মুহূর্তে বিশেষ অধিবেশন ডাকার পেছনে মূল কারণ হলো সরকারের পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে। ইন্ডিয়া জোটকে নিয়ে সরকার চিন্তিত বলে দাবি করেন তিনি। আরো বলেন, কর্মসংস্থানের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা দিনরাত দীর্ঘ সময় কাজ করে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা রোজগার করছে। কারণ এছাড়া তাদের কাছে আর বিকল্প রাস্তা নেই। এই সরকারকে জনগণের ছুড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই বলে জানান তিনি। পাশাপাশি এদিন তিনি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া উপনির্বাচনের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, সুষ্ঠভাবে ভোট গ্রহন সম্পন্ন হয়নি। উপ নির্বাচনে শাসক দল বিজেপি সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে বলে বিজেপি -র বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তিনি। এভাবে বেশি দিন ক্ষমতা আকড়ে রাখা যাবে না বলে দাবি করেন ঝর্না দাস বৈদ্য।

ঝাড়গ্রামে তৈরি হচ্ছে রোমের 'ভ্যাটিকান সিটি'

ঝাড়গ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে অনেক কমিটিই। বড় বাজেটের পুজোগুলির কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ জায়গাতেই থিমের জোয়ার ।মধ্য কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর মণ্ডপ হবে রামমন্দিরের আদলে। এ কথা অনেকে জেনেছেন। পাশাপাশি জেলার পুজোগুলিও গা ভাসিয়েছে থিমের স্রোতে। সেই মতো এবার এক নজরকড়া থিম দেখা যাবে ঝাড়গ্রাম শহরের পূর্বাশা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির মণ্ডপে।এই বছর রোমের ভ্যাটিকান সিটি দেখা যাবে ঝাড়গ্রামে। আর তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল বুধবার। সাড়ম্বরে খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে ভ্যাটিকান সিটি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন উদ্যোক্তারা। এই বছর পূর্বাশা কমিটির পুজো ৪১ বছরে পদার্পণ করছে। পুজোর বাজেট আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা। উদ্যোক্তারা জানান, মহালয়ার দিন মূক ও বধীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য মধ্যাহ্নভোজেরও ব্যবস্থা থাকছে।ঝাড়গ্রাম শহরের দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে বিশেষ নামডাক রয়েছে পূর্বাশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির। প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন থিম নিয়ে হাজির হয় এই পুজো কমিটি। প্রতিমাতেও থাকে বিশেষ চমক। এই বছর কমিটির সদস্যরা কুমোরটুলিতে প্রতিমার বায়না দিয়েছেন।এই প্রসঙ্গে পুজো উদ্যোক্তা প্রণব সাউ বলেন, ''ঝাড়গ্রামবাসীর জন্য আমরা এই বছর বিশেষ চমক নিয়ে আসছি। বিশ্বের পবিত্র শহর রোমের ভ্যাটিকান সিটির আদলে আমাদের পুজো মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। এবার আমাদের পুজো ৪১ বছরে পদার্পণ করছে। বাজেট রয়েছে ১৫ লাখ টাকা। পুজার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন প্রকার সমাজসেবামূলক কাজও করে থাকি।''

ডিসেম্বরেই হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা মেট্রো পরিষেবা শুরুর সম্ভাবনা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা মেট্রো পরিষেবা শুরু হতে চলেছে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসেই। মেট্রো রেল সূত্রের খবর, নভেম্বরে পরীক্ষামূলক ভাবে লাইলে মেট্রো চালানো হবে। ছাড়পত্র মিললেই চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসেই শুরু হবে হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা মেট্রো পরিষেবা।

১২ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো চলবে। আগামি বছর হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পূর্ণাঙ্গ রুটের মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে চলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও বউবাজারে 'গ্রাউন্ড ফ্রিজিং' প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে মেট্রোর তরফে। ভারতে এই প্রথবার মেট্রোর কাজে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে।

কেএমআরসিএলের সূত্রের খবর, হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা ২০২৪ সালে জুন থেকেই শুরু হবে। পুজোর পরই কাজ শুরু আর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রায় ৬-৭ মাস সময় লাগবে সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ করতে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক অংশে কাজ চলবে।এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যের কাছে অর্থ চেয়েছে কেন্দ্র। প্রকল্পের কাজের জন্য ৫০ শতাংশ টাকা রাজ্যকে দিতে হবে। তবে রাজ্যের তরফে এখনও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি বলে সূত্রের খবর। বউবাজার এলাকায় মেট্রোর কাজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। মেট্রোর সুরঙ্গে পথ তৈরি করতে গিয়ে মাটি ধসে যাওয়া সহ নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তাই শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো এখনই ছোটানো যাচ্ছে না। রাতারাতি বিপদ মাথায় নিয়ে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল একাধিক পরিবারকে। এই অংশে গ্রাউন্ড ফ্রিজিং টেকনোলজির ব্যবহার করা হবে।এই প্রযুক্তিতে ভূগর্ভে তরল নাইট্রোজেন প্রবেশ করানো হয় এবং গ্রাউন্ড ফ্রস্ট পদ্ধতিতে মাটির নীচের জল সম্পূর্ণ ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। আর এই আধুনিক পদ্ধতির ফলে আগামি দিনে বিপদ এড়ানো সম্ভব হবে। নরওয়ের এক সংস্থা এই কাজ করবে বলে জানা গিয়েছে। তার জন্য বউ বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনে জন্য এখনও কিছুটা সময় লাগছে। ২০২৫ সালের আগে ওই এলাকার ঘরছাড়াদের ঘরে ফেলান যাবে না।মেট্রো সূত্রে খবর, এই নতুন মেট্রোর রুট হচ্ছে হাওড়া ময়দান, হাওড়া, বিবাদী বাগ এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশন। যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয় তার জন্য সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকছে এই পথে।

স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালের একাংশকে একহাত মন্ত্রী অরূপের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে গিয়ে এখনও ফিরতে হচ্ছে বহু রোগীকে। এবার অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর করার কথা বললেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধায় বলেছিলেন, কারও সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটলে তিনি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারেন। এবার অরূপবাবু বললেন, প্রয়োজনে তিনি নিজেই এফআইআর করবেন ।বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালের নাম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী। বুধবার নিউ গড়িয়ার একটি হাসপাতালে এক নতুন পরিষেবার উদ্বোধন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি।

বুধবার এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলি বাম আমলে ১ টাকায় জমি পেয়েছিল। তারপরও সব মানুষ কেন নূন্যতম মূল্যে পর্যাপ্ত পরিষেবা পাবে না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অরূপ বিশ্বাস ।মন্ত্রীর প্রশ্ন, "কেন জমি দেওয়া হয়েছে? এই বেসরকারি হাসপাতালগুলি সব লাভ করবে। অথচ গরিব মানুষকে পরিষেবা দেবে না? আমি চাই এই এক টাকার জমি পাওয়া হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে তদন্ত হোক। কীভাবে জমি পেয়েছে, কোন চুক্তিতে পেয়েছে এগুলি নিয়ে তদন্ত করা উচিত।''অনুষ্ঠান মঞ্চেই মন্ত্রী বলেন, "অনেক হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পরিষেবা দিচ্ছে না। বলে দেওয়া হচ্ছে, কোটা শেষ।" রাজ্য সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ আসছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।মন্ত্রী বলেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই বেসরকারি হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর করব। আমি নিজে মন্ত্রী হিসেবে এফআইআর করব। এই অভিযোগ আর কোনওভাবেই মেনে নেব না।"

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয় রাজ্যে চালের মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানতে অভিযানে নেমেছে খাদ্য দপ্তর ।আজ মহারাজগঞ্জ বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়েছে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ।অভিযানে নেমে ব্যাপক অনিয়মের জন্য একটি দোকানে নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং অপর একটি দোকানে চালের গোদাম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিগত কয়েকদিন যাবৎ বাজারে চালের দাম উর্ধমুখী লক্ষ্য করা গিয়েছে ।তাই আজ সকালে মহারাজগঞ্জ বিভিন্ন দোকানে চালের দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে ।অভিযানে নেমে ব্যাপক অনিয়মের জন্য একটি দোকানে নোটিশ জারি করা হয়েছে ।অপর একটি দোকানে চালের বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত দামের চাইতে বেশী থাকায় দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।আগামী দিনেও এধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের আধিকারিক।

নাবালকের

● প্রথম পাতার পর

ওই হৃদয় বিদারক খবর শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ আরো অনেকে। বিশালগড় হাসপাতালে নাবালকদের মৃতদেহ দুটির ময়নাতদন্তের পর তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দল বদলের পরেই কি শুভেন্দুর অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে, প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দল বদলের পরেই কি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে? প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্ট ।বুধবার রাজ্যের উদ্দেশে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের প্রশ্ন, "শুভেন্দু যখন আপনাদের সঙ্গে ছিল তখন কি কোনও অপরাধ করেননি? দল বদলের পরেই অপরাধ বেড়ে গেল?''নানা অভিযোগে বিধানসভার বিরোধী তাঁর বিরুদ্ধে ২৭টি এফআইআর হয়েছে। এ নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তিনি আদালতের কাছে রক্ষাকবচের আর্জি জানান। বুধবার ওই মামলার শুনানিতেই বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাই কোর্ট ।উত্তরে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, "হতে পারে তখন শুভেন্দু শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। বিজেপিতে যাওয়ার পরে অন্যায় করছেন। তা ছাড়া কেউ এখন অপরাধ করেননি বলে পরেও করবেন না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।" পাল্টা রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি সেনগুপ্তের বক্তব্য, "এটাও হতে পারে যে আপনারা তখন (শুভেন্দুকে) আড়াল করেছিলেন। না হলে তৃণমূলে থাকাকালীন মাত্র একটি এফআইআর আর তৃণমূল ছাড়ার দু'বছরের মাথায় ২৭টি অভিযোগে এফআইআর দায়ের হল! এটা তো আপনাদের বিপক্ষে যেতে পারে!''এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর।

বিজেপি ছাড়লেন নেতাজি পরিবারের সন্তান চন্দ্রকুমার বসু

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি ছাড়লেন নেতাজি পরিবারের সন্তান চন্দ্রকুমার বোস। বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে চিঠি লিখে তাঁর পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন তিনি ।চিঠিতে চন্দ্র বোস লিখেছেন, আমি অবিলম্বে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে আপনাকে চিঠি লিখছি। আজ আমার ঠাকুরদা শরৎচন্দ্র বসুর ১৩৪ তম জন্মবার্ষিকী। যিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বড় ভাই, পরামর্শদাতা এবং কমরেড-ইন-আর্ম ছিলেন। শরৎচন্দ্র এবং সুভাষ বসু, স্বাধীন ভারতের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পক্ষে লড়াই করেছিলেন ।চিঠিতে তিনি আরও লেখেন, আমি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব এবং বিস্তৃত উন্নয়ন কর্মসূচী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৬ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলাম। তখন বসু পরিবারের আদর্শ তুলে ধরার কথাই বলা হয়েছিল। বসু পরিবারের এই মতাদর্শকে আমি বিজেপির মঞ্চ থেকে সারা দেশে প্রচার করব। আরও ঠিক হয়েছিল, বিজেপির মধ্যে থেকেই একটি আজাদ হিন্দ মোর্চা গঠন করা হবে। তার মাধ্যমে আমার কাজ করার কথা ছিল ।কিন্তু বাস্তবে সেসব কিছুই হয়নি। এ ব্যাপারে আমি কিছু প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। কিন্তু তা নিয়েও কোনও আলোচনা হয়নি। আমি দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকেও কোনও সমর্থন পাইনি। তাই এই পরিস্থিতিতে দলে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই আমি দলের প্রাথমিকপদ থেকেইস্তফা দিলাম ।উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে চন্দ্রবাবু সস্ত্রীক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে দলের কাজ করা সুযোগ দেওয়ার আবেদন করেন। মূলত প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে চন্দ্রবাবু রাজ্য বিজেপি-র সহ সভাপতির পদ পান। কিন্তু দলের রাজ্য শাখার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারছেন না বলে বারবার অভিযোগ যায় দিল্লিতে। এর পর, গত লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে দল তাঁকে বিজেপি প্রার্থী করে। হেরে যান। তবু দলবিরোধী নানা মন্তব্য করেন ।অভিযোগ, বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচিকে তিনি সমালোচনা করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বহুবাপ মতবিরোধ হয়। বহুবার বিজেপি ছেড়ে ফের দলে ফিরেছিলেন। কারণ, অন্য কোনও দল তাঁকে নিতে আগ্রহী নয়। তাই এদিন ফের একবার তাঁর পদত্যাগে বিন্দুমাত্র সাড়া জাগেনি রাজ্য রাজনীতিতে।

বাঁকুড়ায় গুলি চালনার ঘটনায় তদন্তে পুলিশ, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার পিস্তল

বাঁকুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার ঘটে যাওয়া প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চালানোর ঘটনায় পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে। পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি বলেছেন তদন্ত চলছে, শীঘ্রই আসল কারন জানা যাবে।এদিকে গতকাল এই ঘটনার পর পুলিশের তৎপরতা ছিল জোরদার। শহরের প্রবেশ পথের সমস্ত রাস্তায় কড়া নজরদারি চালানো হয়। পুলিশের অনুমান ছিল আততায়ীরা শহর ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে পারে নি ।সেই মতো শহরজুড়ে নজরদারি চালানো হয়।এদিকে বুধবার সকালে ঘটনাসলের কাছেই কাদায় পড়ে থাকা একটি পিস্তল উদ্ধার করে ।কাদায় পড়ে থাকা পিস্তলটি সানীয় মানুষের নজরে এলে পুলিশ কে জানানো হয় ।পুলিশ সেটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।যদিও এবিষয়ে পুলিশ মুখ খোলেনি ।অপরদিকে জামিনে ছাড়া পাওয়া খুনের আসামী সাদ্দাম শেখ এই ঘটনার পর বেপাত্তা ।জানা গেছে কাটোয়ায় এক খুনের ঘটনায় সাদ্দামের সাথে তার বাবা জঙ্গল শেখ ও ওই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ।সাদ্দাম বাঁকুড়া জেলে ও তার বাবা পুরুলিয়া জেলে বন্দী থাকার পর দুজনেই জামিন পায় ।বাড়ি ফেরার পথে সে আক্রান্ত হয় ।এই ঘটনায় সাদ্দাম ও তার বাবা জঙ্গল শেখের বিরোধী গোষ্ঠীর যোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।জঙ্গল শেখ সেখানের তৃণমূল কাউন্সিলর ।যার ফলে এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগও থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে ।এখন পুলিশের তদন্তের দিকেই তাকিয়ে বাঁকুড়াবাসী।

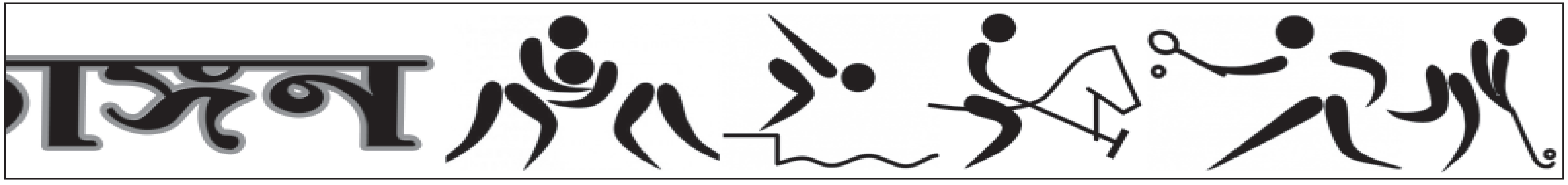

বিদ্যাচরণের জোড়া গোলে জয়ের হ্যাটট্রিক টাউন বধ করে একক শীর্ষে রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ ক্লাব: ২(বিদ্যাচরণ-২) টাউন ক্লাব: ১(সঞ্জীব)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। লাগাতর তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে জয়ের হ্যাট্রিক রামকৃষ্ণ ক্লাবের। হারিয়েছে টাউন ক্লাবকে ২-১ গোলের ব্যবধানে। তবে খেলার শেষ দিকে টাউন ক্লাব যেভাবে কাম-ব্যাক করতে শুরু করেছিল, এক সময় মনে হয়েছিল রামকৃষ্ণ ক্লাবের মুখের সামনে থেকে জয়ের সাধ টায় কেড়ে নেবে টাউন। খেলার শুরু থেকে ঠিক এক ঘণ্টা সময় ধরে টাউন ক্লাবের ছেলেরা কিন্তু সমৃদ্ধ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে একপ্রকার রুখে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দুই-এক গোলে জয় ছিনিয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাব পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে পয়েন্ট তালিকায় আপাতত এককভাবে শীর্ষে উঠে এসেছে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের প্রাপ্ত পয়েন্ট নয়, তিন ম্যাচের শেষে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ১৫ তম ম্যাচে আজ রামকৃষ্ণ ক্লাব দুই-এক গোলের ব্যবধানে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে অনেকটা কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটের মাথায় বিদ্যাচরণ জমাত ইয়ার প্রথম গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাব ১-০ তে লিড নেয়। ৮ মিনিট বাদে বিদ্যচরণ আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ২-০ হয়। রামকৃষ্ণ ক্লাবের ছেলেরা অতঃপর কিছুটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেলতেই টাউন ক্লাবের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা অনেকটা অলআউট খেলার চিন্তা করে খেলার ৮৩ মিনিটের মাথায় টাউন ক্লাবের সঞ্জীব শীল সুযোগ বুঝে একটি গোল পরিশোধ করে ব্যবধান কমিয়ে এক-দুই করে নেয়। পরক্ষণে টাউন ক্লাব অনেকটা আক্রমণাত্মক খেললেও কার্যত রামকৃষ্ণ ক্লাব যেন চীনের প্রাচীর গড়ে তোলে। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ গোলের সন্ধান আর কেউ দিতে পারেনি। তবে খেলার দুই অর্ধে দুদলের তিনজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি টিংকু দে, বিপ্লব সিনহা, পল্লব চক্রবর্তী ও অসীম বৈদ্য। দিনের খেলা: এগিয়ে চলো সংঘ বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব, বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

REQUEST FOR PROPOSAL ON AVAILABLE SUBSIDIES ON DIFFERENT MARKET INTERVENTION SCHEMES UNDER STATE PLAN

Application are invited from the interested entrepreneur/traders/vendors/ businessman on availing subsidies @ Rs. 5000/-/MT either for Transportation or Packaging materials of Horti Commodities (Jackfruit, Pineapple/Lime Lemon etc.) outside state and country.

Applications as per the guidelines is to be submitted to the office of the undersigned during office hours. Approved guidelines will be available in the same office in all working days & website https://horti.tripura.gov.in/

(Dr. P. B Jamatia)
Director
Horticulture & Soil Conservation,Tripura

ICA/C-2162/23

PNIT NO.: 29/EE/MNP/PWD(R&B)/2023 Date 02/09/2023

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 29/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 &	Upto 3.00 pm On 21/09/2023	At 4.00 pm on 21/09/2023 (If possible)
i)	DNIT No.21/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24		
ii)	DNIT No.23/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24		
iii)	DNIT No.24/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),

ICA/C-2153/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE-JRN/PWD/2023-24 Dated:02-09-2023

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TENDER FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Periodical renewal of PMGSY hand over road from Kunja bihari para to Baghari (L0-48) (L = 3.840 km) under SJTNY under PWD(R&B) Sub-Division Khayerpur during the year 2023-24/ SH:- patch metalling, patch grouting, re-carpeting, sand seal coat, road side pucca drain, surface drain and other allied works etc. DNIe-T No: 29/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24	Rs. 1,26,78,034.05	Rs. 2,53,560.68	180(One hundred Eighty)Days	Rs. 4,000.00	+Up to 15.00 Hrs on 04-10-2023	At 15.30 Hrs on 04-10-2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Periodical renewal of PMGSY handed over road from Nandan nagar to Senpara (L066) (L-2.50 km) under SJTNY under PWD(R&B) Sub-Division,Khayerpur during the year 2023-24/SH:- patch grouting,WBM-III,Re-carpeting,sand seal coat,Road side pucca drain and other allied works. DNIe-T No: 32/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24	Rs. 1,18,17,325.14	Rs. 2,36,346.50	180(One hundred Eighty) Days	Rs. 4,000.00				

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 02-09-2023 to 04-10-2023 and last date of downloading and submission of bid is 04-10-2023 upto 3.00 pm.

Submission of Tenders physically is not permitted.

For and on behalf of the Governor of Tripura

Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura

ICA/C-2170/23

ত্রিপুরা সরকার
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর
এয়ারপোর্ট রোড, গোর্খাবস্তি আগরতলা

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে ড. বি আর আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান ২০২৩ ইং

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যে সকল ছাত্র - ছাত্রী বিগত ২০২১ এবং ২০২২ ইং সনে Tripura Board of Secondary Education কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম থেকে দশম এর মধ্যে স্থান পেয়েছে তাদেরকে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে (২ নং হল) ড. বি.আর. আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদানকরা হবে।

ড. বি.আর. আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপক ও.বি.সি ছাত্র - ছাত্রীর নাম নিম্নে দেওয়া হল:-

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম	পরীক্ষার নাম	স্থান	উত্তীর্ণের বছর
১	শ্রীমা দে	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	ষষ্ঠ	২০২১ ইং
২	অনুভব পাল	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	সপ্তম	২০২১ ইং
৩	দেবব্রত পাল	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	অষ্টম	২০২১ ইং
৪	বাবলু দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	দশম	২০২১ ইং
৫	দীপতনু ভৌমিক	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	দ্বিতীয়	২০২১ ইং
৬	অন্বেষা দেবনাথ	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	তৃতীয়	২০২১ ইং
৭	রোহিত দেবনাথ	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	চতুর্থ	২০২১ ইং
৮	সায়েন পাল	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	পঞ্চম	২০২১ ইং
৯	অর্কজ্যোতি দেবনাথ	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	ষষ্ঠ	২০২১ ইং
১০	নরেন চন্দ্র পাল	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	ষষ্ঠ	২০২১ ইং
১১	জয়দীপ ঘোষ	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	অষ্টম	২০২১ ইং
১২	জয়তী দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	দ্বিতীয়	২০২২ ইং
১৩	সুদীপ্তা দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	তৃতীয়	২০২২ ইং
১৪	শুভঙ্কর দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	চতুর্থ	২০২২ ইং
১৫	প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	পঞ্চম	২০২২ ইং
১৬	শুভ্রজিৎ নাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	পঞ্চম	২০২২ ইং
১৭	মিলি দাস	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	ষষ্ঠ	২০২২ ইং
১৮	দীপন দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	সপ্তম	২০২২ ইং
১৯	শুভ্রজিৎ দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	সপ্তম	২০২২ ইং
২০	রাজশ্রী নাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	সপ্তম	২০২২ ইং
২১	বৃষ্টি কর্মকার	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	সপ্তম	২০২২ ইং
২২	বর্ষা কর্মকার	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
২৩	ঋতিকা সূত্রধর	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
২৪	অনন্যা ঘোষ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
২৫	সৌরভ শীল	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
২৬	মহিমা সূত্রধর	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
২৭	সাগর নাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
২৮	জিন্টু দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
২৯	নিশা দেবনাথ	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	দশম	২০২২ ইং
৩০	অভিজিৎ রতন শীল	মাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	দশম	২০২২ ইং
৩১	সাগর রায়	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	প্রথম	২০২২ ইং
৩২	সঞ্জন পাল	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	দ্বিতীয়	২০২২ ইং
৩৩	সুস্মিতা দেবনাথ	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	চতুর্থ	২০২২ ইং
৩৪	সায়ন পাল	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	চতুর্থ	২০২২ ইং
৩৫	পূর্ণিমা দে	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	সপ্তম	২০২২ ইং
৩৬	তারা রুদ্রপাল	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	নবম	২০২২ ইং
৩৭	অরিত্র দে	উচ্চমাধ্যমিক (ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ)	দশম	২০২২ ইং

উপরিউক্ত সবাইকে ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার মধ্যে আগরতলাস্থিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে (২ নং হল) উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে।

(নির্মল অধিকারী)
অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-930/23

ঘরোয়া ক্রিকেটের দল বদলে দুই দিনে ২৫ জনের স্বাক্ষর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। দল বদলে আজও শামিল হয়েছেন দশজন। যদিও মঙ্গলবার প্রথম দিনে ১৫ জন ক্রিকেটার দলবদলে স্বাক্ষর করেছিলেন।

তবে আজ দশ জনের মধ্যে তিনজন কিন্তু স্রেফ টোকেন তুলে নিয়েছেন। কোনদলের হয়ে খেলবে বলে মন স্থির করে স্বাক্ষর করেন নি। অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেটার হেমন্ত বিগনেস গতবছর পোলস্টারের হয়ে খেলেছিল। হেমন্তর মতো আগরতলার আকাশ রায়ও গত বছর পোলস্টারের হয়ে খেলে এবার টোকেন তুলেছে। কিন্তু কোনদলের হয়ে খেলবে বলে স্বাক্ষর করেনি।

এছাড়া, অভ্রজিত দাস স্ফুলিঙ্গ থেকে বিসিসিতে, জয়ন্ত ভট্টাচার্য ব্লাডমাউথ থেকে পোলস্টারে, অভিজিৎ সরকার স্ফুলিঙ্গ থেকে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এ, অর্চিষমান ভট্টাচার্য বিসিসি থেকে জেসিসি-তে, শ্রীদাম পাল স্ফুলিঙ্গ থেকে সংহতিতে, শংকর পাল জেসিসি থেকে কসমোপলিটনে, সহেল দেববর্মা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস থেকে চলমান সংঘের হয়ে খেলার জন্য স্বাক্ষর করেছেন। সৌরভ সাহা গতবার হার্ভের হয়ে খেলেছিলেন। এবার টোকেন তুলেছেন কিন্তু জমা করেননি। উল্লেখ্য, ঘরোয়া ক্রিকেটের দল বদলে এ পর্যন্ত দুই দিনে ২৫ জনের অংশগ্রহণ নজরে পড়েছে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
রামকৃষ্ণ	৩	৩	০	০	৯-২	৯
ফরোয়ার্ড	৩	২	১	০	৬-৩	৭
ত্রিবেণী সংঘ	৪	২	১	১	৫-৫	৭
লালবাহাদুর	৩	২	০	১	৯-১	৬
এগিয়ে চলো	২	২	০	০	৪-০	৬
জুয়েলস	৪	১	০	৩	৯-১০	৩
টাউন ক্লাব	৪	১	০	৩	৫-৯	৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৩	১	০	২	৫-১১	৩
ফ্রেন্ডস ইউ:	৪	০	০	৪	৬-১৭	০

ঞ্চ৯/৬, ৭:২৯ ঞ্চঞ্চঞ্চ,৯১ ৯৪৩৬১ ২০৩০৫:

টিসিএ-তে গেস্ট ক্রিকেটার নিয়োগের দরখাস্ত আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। মিডেল অর্ডার ব্যাটসম্যান-এর পদ পূরণ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন থেকে। পদের নাম মূলতঃ গেস্ট ক্রিকেটার। যোগ্যতা হিসেবে চাওয়া হয়েছে অন্ততপক্ষে ৩০ টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা। মূলতঃ দক্ষ হতে হবে মিডেল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার। আবেদন করতে হবে কেবলমাত্র ই-মেইলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে লগ-অন করলেই ই-মেইল আইডি পেয়ে যাবেন। অবশ্যই দরখাস্ত করতে হবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কে উদ্দেশ্য করে। উল্লেখ করতে হবে ফুল বায়োডেটা, সঙ্গে আপলোড করতে হবে সেল্ফ অ্যাটেস্টেড সমস্ত প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টস এবং এক কপি সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি। দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। মুখ্যত সিনিয়র পুরুষদের বিভাগে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান-এর পোস্ট পূরণের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ। দরখাস্ত করতে হবে সাদা কাগজে, এড্রেস করতে হবে 'অনারেবল প্রেসিডেন্ট অফ ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন'। মূলতঃ ২০২৩-২৪ মরশুমের জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে গেস্ট ক্রিকেটার নিয়োগ করা হবে। শেষ তারিখের পর কিছুতেই কোনও দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবকে গুরুত্ব দিচ্ছে এগিয়ে চলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। জয়ের হ্যাট্রিক করার লক্ষ্যে আগামীকাল মাঠে নামছে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। প্রতিপক্ষ অনেকটা সমৃদ্ধ দল বীরেন্দ্র ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। ধার, ভার এবং শক্তি- তিন বিভাগেই বীরেন্দ্র থেকে অনেক এগিয়ে মাঠে নামবে কর্ণেন্দু দেববর্মা-র এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। তারপরও যথেষ্ট সংযত এগিয়ে চলো সঙ্ঘ শিবির। যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। কোচ কর্ণেন্দু দেববর্মা-র মুখে সেই একই সুর। স্পষ্টভাবে বলেন,'স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে যথেষ্ট লড়াকু দল বীরেন্দ্র। যে কোনও দলকে যে কোনও দিন আটকে দিতে পারে। তাই আমাদের বাড়তি সতর্ক'। সতর্কতার খোলস ঝেড়ে ফেলে দিলো যখন বললেন,'আমার ছেলেরা পুরো প্রস্তুত। ভালো খেলে বীরেন্দ্র ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে আনতে। লক্ষ্য থাকবে শুরুতেই গোল তুলে নেওয়া। যাতে শেষের দিকে চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারে দলীয় ফুটবলাররা'। রক্ষণ সামলে কাউন্টার অ্যাটাকের উপর নির্ভর করেই এগিয়ে চলোর বিরুদ্ধে খেলবে বীরেন্দ্র ক্লাব। এমনই ছক কষেছেন বীরেন্দ্র কোচ সুবোধ দেববর্মা। সুধন্য দেববর্মা স্কুল মাঠে অনুশীলন শেষে বুধবার টেলিফোনে বীরেন্দ্র কোচ বলেন,'আমাদের থেকে বিপক্ষ দলই চাপে থাকবে বেশী। তাই আমরা চাপমুক্ত হয়েই মাঠে নামতে পারবো। লক্ষ্য থাকবে বিপক্ষ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়া'।

ফিরে দেখা : ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্বকাপ: ইংল্যান্ড

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ডে। চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৮টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ৭ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত হয়েছিল প্রথম বিশ্ব আসর। স্বাগতিক ইংল্যান্ড ও অন্য ৫টি টেস্ট খেলুড়ে দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানের সাথে অংশগ্রহণ করে শ্রীলঙ্কা ও পূর্ব আফ্রিকা।

তখন, অবশ্য বিশ্বকাপকে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের নামে বলা হতো প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ। নিউজিল্যান্ডের গ্লেন টার্নার ৩৩৩ রান করে আসরের সর্বোচ্চ রান ও অস্ট্রেলিয়ার গ্যারী গিলমোর ১১ উইকেট তুলে নিয়ে হন টুর্নামেন্টের সেরা বোলার।

গ্রুপ 'এ' থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।

গ্রুপ পর্ব থেকে ভারত ১টি ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। গ্রুপ 'বি' থেকে সেমিফাইনালে পরাক্রমশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গী হয় অস্ট্রেলিয়া। আর গ্রুপ পর্ব থেকে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা বিদায় নেয়।

স্বাগতিকরা স্বপ্ন দেখছিল ফাইনালে খেলার। কিন্তু গ্যারী গিলমোর ঝড়ে লন্ডভন্ড হয় ইংলিশরা। ২৪ বছর বয়সী এই পেসার মাত্র ৩৯ রানে ৬ উইকেট তুলে নিলে, ১ম সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৯৩ রানে অলআউট করে দেয় অস্ট্রেলিয়া। আর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ৬ উইকেটে হারিয়ে স্বপ্নের ফাইনালে জায়গা করে নেয় অজিরা। আরেক সেমিফাইনালও ছিল একপেশে।

নিউজিল্যান্ডকে মাত্র ১৫৮ রানে আটকে রাখে ক্যারিবিয়ান পেসাররা। জবাবে গর্ডন গ্রীনিজ ও কালিচরণের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ৫ উইকেট হারিয়ে ফাইনালের মঞ্চে জায়গা করে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর ফাইনালে স্নায়ুচাপে ভোগা অজিদের ৫ ব্যাটসম্যান রান আউট হন।

এতে ২৭৪ রানে অল আউট হয় অস্ট্রেলিয়া। আর প্রথম বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই আসরে ছিল না সিরিজ সেরার কোনো পুরস্কার। তবে ম্যান অফ দ্যা ফাইনাল হন ক্যারিবিয় অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 7 September 2023, Thursday আগরতলা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং, ■ ২০ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ,বৃহস্পতিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সবার পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।।অন্যান্য দিনের মতো আজও 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে প্রত্যেকের নানাবিধ সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ দীর্ঘক্ষণ ধরে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ যারা এসেছিলেন তাদের কেউই ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাননি। সবার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে সমস্যা পীড়িত মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু ভরসার স্থল হয়ে উঠছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে জিরানীয়ার বাসিন্দা পার্বতী দাস তার ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তার ছেলে ছোটবেলা থেকেই চোখের সমস্যা রয়েছে। অনেক চিকিৎসার পরও তার চোখের সমস্যা দূর হয়নি। সম্পতি কলকাতায় তার ছেলের চিকিৎসা করানো হয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাকে আবার চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। পার্বতী দাসের স্বামী পেশায় দিনমজর। ফলে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তার ছেলের উন্নত চিকিৎসা করানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী পার্বতি দাসের ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: কনক চৌধুরীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। আগরতলার হারাধন দেবনাথ তার ছেলের চিকিৎসার সংক্রান্ত সাহায্যের আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পেশায় দিনমজর হারাধন দেবনাথের ২১ বছরের ছেলে গত জলাই মাসে এক দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ডে আঘাত পায়। অনেক চিকিৎসার পরও তার অবস্থার সেরকম কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী হারাধন দেবনাথের ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে ডাঃ কনক চৌধুরীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।

আড়ালিয়ার মালতি কুরি তার ক্যান্সার আক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তার স্বামীই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাদের আয়ুমান কার্ডও নেই। ফলে চিকিৎসার ব্যয়ভার সামলাতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। এই অবস্থায় তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য সহায়তার আর্জি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী তার স্বামীর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ এস দেববর্মাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। আগরতলা বড়দোয়ালীর বাসিন্দা রাজেশ ভদ্র তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পেশায় তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সম্পতি তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে এবং চিকিৎসকগণ তাকে শীঘই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট করার পরামর্শ দেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি তার সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছেন না। এই অবস্থায় তিনি আর্থিক সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী তার ☞ *৬ এর পাতায় দেখুন*

জয়-পরাজয় নিয়ে জোর চর্চা পাল্টা ভারী পদ্মশিবিরের দিকেই

উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ সেপ্টেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার, দুটো বিধানসভা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৫ ই সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার। দুটো উপনির্বাচন অকাল ভোট ছিল। যা প্রত্যাশিত ছিল না, ২০ বক্সনগর বিধানসভা বিধায়ক শামসুল হকের মৃত্যুতে, আরেকটি হল ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র জয়ী হয়েও, কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, বিধানসভার সদস্যা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেননি, সদস্যা পদ থেকে রিজেন দিয়েছেন। সেই কারণে দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন করাতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। যেহেতু বক্সনগর এবং ধনপুর বিধানসভার নেই কোন বিধায়ক, অর্থাৎ অভিভাবকহীন বিধানসভা কেন্দ্র। বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত পদপ্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন, এবং পিআইএমের মনোনীত পদপ্রার্থী মিজান হোসেন। দুটো উপ নির্বাচনে একের বিরুদ্ধে একের লড়াই, বিজেপি বনাম সিপিএম আই এম পার্টির লড়াই ছিল। দুটো কেন্দ্রেই সুড়সুড়ি যখন ছিল রাজনৈতিক মহলে উপনির্বাচন হবে , বিজেপি তখন থেকেই মাঠে-ঘাটে নেমে পড়েছে, কোমর বেধে, মূল লক্ষ্য একটাই, বক্সনগর ধনপুর বামফ্রন্টের দুর্জয় ঘাঁটি, বামেদের শক্তমাটি, লাল দুর্জয় ঘাঁটি, ত্রিপুরা রাজ্যে রাজনীতিতে একটা শক্তপুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে লাভ করেছে সিপিআইএম পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টির নিচু স্তরের নেতৃবৃন্দ থেকে উপরের নেতা নেত্রীরা,মরন কামড় দিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে, যে কোনো মূল্যে বক্সনগর এবং ধনপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বামেদের দুর্গোগাটি ধ্বংস করে সমূলে লালকে উপরে ফেলে গেরুয়া পদ্ম ফুলের চাষ করে সেখান থেকে দুটো পদ্ম বিধানসভায় উপহার দেবে। এটাই ছিল জনতা পার্টির প্রতিজ্ঞা। বক্সনগর এবং ধননপুরের জনগণকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ফিরিস্তি এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মানিক সাহা নেতৃত্বে আগামী দিন আরো ব্যাপক উন্নয়ন অগ্রাধিকার হবে, আশা আকাঙ্ক্ষা, সেগুলি বুঝিয়ে, মন ভুলানো কথা বলে, বিজেপির দিকে হাওয়া তুলে শতে শতে সিপিএম কংগ্রেস তিপরা মাতা ভাঙ্গী যে জয়েন করিয়ে উপনির্বাচন টাকে মিরাক্কেল বানিয়ে ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছে বক্সনগর এবং ধনপুর। গুটা উপনির্বাচনে সভা সমিতি প্রচারে প্রোগ্রামে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, বামফ্রন্ট দলের নেতা-নেত্রীরা, মিজান হোসেন, এবং কৌশিক চন্দ ভোট হওয়ার পূর্বে হেরে গেছেন বলে দাবি করেন বক্সনগর বাসি এবং ধনপুরবাসি। ১৯৭২ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত, বক্সনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রটি বরাবর বেশিরভাগ সময় সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থীরা ৮ বার জয়ী হয়েছেন। বামফ্রন্টের মন্ত্রী, শহীদ চৌধুরী মন্ত্রী আরবের রহমান ছিলেন দায়িত্বে, ২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সামসুল হক জয়ী হয়েছেন, উনার মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে জনতা জনার্দন পুরো উল্টে গিয়ে বিজেপি দলের সামিল হয়ে পুরা বক্সনগর এর চিত্রটি পাল্টিয়ে দিয়েছেন, আমরা সংবাদ প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে,জানতে পেরেছি, এবং মাঠে ময়দানে জরিপ করে বুঝতে পেরেছি , ৮ সেপ্টেম্বর ভোটের ফলাফলে তোফাজ্জল হোসেনের জয় শতভাগ নিশ্চিত, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস তৈরি হবে, উপ নির্বাচনে এত বিশাল পরিমাণ মার্জিনে পাশ করবে, যা আন্দাজ করা যায় না। জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা, সরকারিভাবে ঘোষনার অপেক্ষায় রয়েছে, তাহলে ৪৫ বছরের লাল দুর্গ তছনছ করে, খান খান করে ভেঙে চুরমার এবং ধনপুরে ও বক্সনগরে।যদিও সিপিএম পার্টি সেইটা মানতে নারাজ। তারা বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার নিকট অভিযোগ করেছেন।

৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় লোকআদালত

আগরতলা।। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যে বসছে বছরের ততীয় জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে সরকারি ছুটির দিনে এই লোক আদালত বসবে। এই লোক আদালতে মোট ৭১টি বেঞ্চে আনুমানিক ১৫,২৭১টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। এরমধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত আনুমানিক ৭,৪৬৭টি বিষয় রয়েছে। যার মধ্যে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত আনুমানিক ৬,৮৪৬টি মামলা এবং দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধের আনুমানিক ৬২১টি মামলা রয়েছে। এছাড়া আদালতে বিচারাধীন আনুমানিক ৭,৮০৪টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। এরমধ্যে রয়েছে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা, ভোক্তা আদালত সংক্রান্ত মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের মামলা (যার মধ্যে আছে এমভি অ্যাক্টের মামলা, টিপি অ্যাক্টে মামলা, টিজি অ্যাক্টে মামলা, এক্সাইস মামলা প্রভৃতি), বৈবাহিক বিরোধের মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত (এন আই অ্যাক্ট) মামলা, অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলা এবং চাকরি সংক্রান্ত মামলা। জাতীয় লোক আদালত উপলক্ষে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি বেঞ্চ বসবে। এই বেঞ্চে আনুমানিক ৬৫টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। লোক আদালতে সবচেয়ে বেশি ১৬টি বেঞ্চ বসবে আগরতলা আদালত চত্বরে। ইতিমধ্যে মামলার উভয়পক্ষকেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আদালত চত্বরে নাগরিকদের সাহায্যের জন্য হেল্প ডেস্ক থাকবে। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা আদালত চত্বরে নোটিশপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবে। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তপক্ষের সদস্য

সাতদিন ধরে নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেতে করুণ আর্তি মায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ সেপ্টেম্বর।। সাত দিন ধরে নিখোঁজ সন্তানের হদিশ না পেয়ে অসুস্থ মা। থানার দ্বারস্থ হয়েও ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিলোনিয়া থানাধীন ঝরঝরি এলাকার বয়স ১৯ এর ছেলে অজয় মজুমদার সাত দিন ধরে নিখোঁজ। অজয়ের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায়, থানায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন বৃদ্ধা দিদা রত্না বিশ্বাস এবং মাসি শুক্লা বিশ্বাস। ছেলের কোন হদিস না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মা রুবি বিশ্বাস মজুমদার। বিলোনিয়া থানার সামনে দাঁড়িয়ে দিদা রত্না বিশ্বাস এবং মাসি শুক্লা বিশ্বাস অশ্রু ভরা নয়নে জানান সহজ সরল অজয় মজুমদার গত বুধবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়িতে ফিরেনি। তবে একবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল। তখন সে বলে সে নাকি তেলিয়ামুড়া আছে এবং রেললাইনের উপর দিয়ে হাঁটছে। তার পরেই কেটে যায় ফোনটি। তার এই কথায় পরিবারের চিন্তা আরও বেড়ে যায়। তার দুদিন পরে সেই মোবাইলে আবার যোগাযোগ করলে অন্য এক ব্যক্তি মোবাইল ফোন ধরে এবং জানায় অজয় ফোনটি বিক্রি করে চলে গেছে। এই ক্ষেত্রে সন্দেহ আরো বেশি পরিমাণে দানা বাঁধে। ছেলের চিন্তায় একপ্রকার আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা তাদের একটাই করুণ আবেদন যদি কেউ খোঁজ পান তাহলে যেন অবশ্যই বিলোনিয়া থানাতে যোগাযোগ করেন। তার অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছেন তার মা এবং আত্মীয় পরিজনেরা। পুলিশ আরও সক্রিয়ভাবে তাকে খোঁজার চেষ্টা চালাক দাবি তাদের।

স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল তিন নাবালক, নিখোঁজ এক

গঙ্গারামপুর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার সুকদেবপুর গঙ্গার ঘাটে পুনভর্বা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় তিন নাবালক। তাদের মধ্যে দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অপর এক নাবালক নিখোঁজ।। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ নাবালকের নাম গোবিন্দ দাস(১৬)। উদ্ধার হওয়া দুই নাবালক নারায়ন দাস(১৫) ও সুমন দাস(১৬) গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর থানার সুকদেবপুর দাস পাড়া গ্রামের নাবালক গোবিন্দ দাস, সুমন দাস, নারায়ন দাস সহ পাঁচ বন্ধু এদিন দুপুরে গঙ্গারঘাটে পুনভর্বা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। নদীতে সাঁতার কাটার জন্য চার বন্ধু নৌকা থেকে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু নদীতে জল বেশি থাকায় গোবিন্দ, সুমন ও নারায়ন হাবু ডাবু খেতে থাকে। বিষয়টি নজরে আসে গঙ্গার ঘাটে নৌকাতে বসে থাকা রাজু রায় নামে অপর এক যুবকের। এরপরই তড়িঘড়ি রাজু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নারায়নকে উদ্ধার করে। গোবিন্দকে কোনও রকমে উদ্ধার করে নদীর কিনারে এনে, সুমনকে উদ্ধার করতে যায়। কিন্তু সুমনকে উদ্ধার করে ফিরে এসে রাজু দেখে গোবিন্দ নদীর কিনারে নেই। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। বিষয়টি গ্রামবাসীদের মধ্যে জানাজানি শুরু হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। তড়িঘড়ি সুমন ও নারায়নকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

কমলাসাগরে ঐতিহ্যবাহী ভাদ্র মেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। প্রতিবছরের ন্যায় আগামী ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর দুইদিন ব্যাপী কমলাসাগর কসবেশ্বরী কালী মন্দির চত্বরে ঐতিহ্যবাহী ভাদ্রমেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত মেলাকে কেন্দ্র করে কমলাসাগার বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়িকা অন্তরা দেব সরকার, মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী সহ উপস্থিত এডিশনাল ভিডিও নান্টু দেব সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিগত বছরের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন এবং পর্যায়ক্রমে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য অতিথিগণ। উক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মেলার দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য পরিবহন নিগমকে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম মধুপুর সাবডিভিশন এবং নির্মাণ উপ কমিটির যৌথভাবে কমলাসাগর পার্কিংয়ের জায়গা হইতে রাস্তারমাথা পর্যন্ত স্টিট লাইটের ব্যবস্থা। পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর হইতে মেলা চলাকালীন সময়ে ট্যাংকরের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা। মেলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য স্টলের ব্যবস্থা সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর দুদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। মেলা চলাকালীন সময়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা সঠিকভাবে করার জন্য আরক্ষা দপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান। আরক্ষা দপ্তর হইতে মেলা চলাকালীন সময়ে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানান এসডিপিও পান্নালাল সেন।

চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ দেখলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ সেপ্টেম্বর।। বুধবার কল্যাণপুর বিধানসভার অধীন চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নুতন ভবনের নির্মাণ কাজ সদলবলে পরিদর্শন করলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। টার সাথে ছিলেন খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার নির্মল সরকার, পূর্ত দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সরোজ বর্মন, চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম ও আই সি ডাক্তার রাহুল পাল প্রমুখ। পূর্ত দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার প্রতিবেদকে জানান মোট চার কোটি আশি লাখ অর্থ ব্যয়ে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র টি গড়ে উঠছে যার ৯০ু কাজই প্রায় শেষের পথে। স্বাস্থ কেন্দ্রে থাকবে দশ টি বেড। এছাড়াও মোট আটটি কোয়ার্টার মাথা তুলছে। এর মধ্যে দুটো ত্রি ওয়ান কোয়ার্টার ডাক্তার দের জন্য। টাইপ টু দুটো কোয়ার্টার গ্রূপ সি কর্মী দের জন্য। এবং টাইপ ওয়ান ৪ তে কোয়ার্টার গ্রূপ ডি কর্মী দের জন্য। এছাড়াও হচ্ছে একটি রান্না ঘর ও একটি মর্গ। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিনা চিকিৎসায় কেও মারা যাবে রাজ্যে এমন আর হবে না। তিনি বলেন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ এবং স্বাস্থ পরিষেবায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য চেবরীর মানুষের দীর্ঘ্য দিনের দাবি ছিলো নুতন একটি দালান বাড়ির। কারণ পুরোনো দালান টি তে পরিষেবা দিতে ডাক্তার বাবুদের অনেক কষ্ট করতে হতো। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েই গেলো। সেটা হলো স্টাফ স্বল্পতা। এম ও আই সি রাহুল পালই একমাত্র স্থায়ী। বাকি ডাক্তার কৃষমা দেববর্মা কে ডেপুটেশন এ আনা হয়েছে। একই ভাবে ডাক্তার সত্যজিৎ দত্ত কেও খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে ডেপুটেশন এ আনা হয়েছে। নার্স আছেন মাত্র সাত জন। জি ডি এ স্টাফ ও মাত্র ৭ জন। এই ডাক্তার স্বল্পতা দূর করতে না পারলে ভব্য দালানের কি মানে আছে তা দপ্তরই জানে।

বাইক দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিবাজার, ৬ সেপ্টেম্বর।। বাইক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুইজন ব্যক্তি।শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা কলেজ সংলগ্ন এলাকার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বুধবার বিকেল বেলায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টি আর ০৮ এ ৭৫৭৮ নাম্বারের বাইক এক পথচারীকে ধাক্কা দেয়। এতে বাইক চালক ও পথচারী জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে। তাতে গুরতর আহত হয়েছেন তারা।সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীকে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

দুর্ঘটনায় আহত হলেন, বাইক চালক সাব্রুম কল্যান নগরের বাসিন্দা শ্রীকান্ত সুত্রধরের ছেলে আকাশ সুত্রধর (২৬), পশ্চিল পাইখোলার বাসিন্দা দিলীপ পালের সহধর্মীনি মরু সরকার পাল (৫০)।

ফিজিও থেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফিজিও থেরাপি দিবস। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও বিশ্ব ফিজিও থেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট রাজ্য শাখার উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর আগরতলায় এডিনগরস্থিত পুলিশ লাইনে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরে পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট রাজ্য সরকার-এর পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়াও ৭ সেপ্টেম্বর বড়জলা আপনাঘর বৃদ্ধাশ্রমে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি স্বাস্থ্য শিবির করা হবে। ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৭ টায় রাজধানীর রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণ থেকে ফিজিও থেরাপি জনসচেতনতা মূলক পদযাত্রা করা হবে। পরবর্তী সময় অরুন্ধতিনগর পুলিশ লাইনে বিনামূল্যে ফিজিও থেরাপি স্বাস্থ্য শিবির করা হবে। বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান দ্যা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট এসোসিয়েশন আগরতলা শাখার সভাপতি ডাক্তার বীরবর দেবনাথ।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ধর্মনগর শাখার উদ্যোগে বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যারা প্রথম দশে স্থান পেয়েছেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের এদিন সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার এসপি ভানুপদ চক্রবর্তী, অগণিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও অন্যান্যরা।

কৃতি সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান পরিষদীয় গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে ধর্মনগর নগর সভাপতি অধ্যাপক মান্না দাস, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। অধ্যাপক ড় রঘুনন্দন দাস, ধর্মনগর সাংগঠনিক জেলা প্রমুখ এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে নিজেদের এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করবে তা তুলে ধরেন। ভানুপদ চক্রবর্তী, এসপি, উত্তর ত্রিপুরা জেলা, ছাত্র-ছাত্রীদের নেশা থেকে দূরে থেকে কিভাবে নিজেদের ও সমাজের সম্পদ হয়ে উঠবে তার বিশদ আলোচনা রাখেন। প্রদেশ সম্পাদক শ্রী সঞ্জিত সাহা সংগঠনের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রগঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের কিরূপ ভূমিকা নিতে হবে তার একটা রূপরেখা তুলে ধরেন। জেলা সহ- সংযোজিকা মৌসুমী শর্মা নারী শক্তির উত্থান বিষয়ে আলোচনা রাখেন। কৃতি সংবর্ধনা চলার মাঝে মাঝে সমাজরাষ্ট্র ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধীয় নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হতে থাকে। নগর সম্পাদক দেবাঞ্জন গাঙ্গুলীর ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও আপামর জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বিশালগড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ৩৩১ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড়ের অফিসটিলা একসময় লালদুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল। বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠার পর পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেবা সুশাসন গরিব কল্যাণের প্রতিফলন সরূপ তথাকথিত লালদুর্গ তছনছ হয়ে যাচ্ছে। বুধবার বিকালে অফিসটিলা সিপিএমের বিভাগীয় কার্যালয়ের নাকের ডগায় বিজেপির যোগদান সভায় সিপিএমের একঝাঁক তরুণ মুখ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রবীণ নাগরিক গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নেন। নবাগতদের বরণ করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং বিধায়ক সুশান্ত দেব। যোগদান সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভারপ্রাপ্ত মন্ডল সভাপতি তপন দাস, মন্ডল প্রভারী অমল দেবনাথ, শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জ সুজয় দে প্রমুখ। এদিন ১০৩ পরিবারের ৩৩১ ভোটার সিপিএমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিপিএমের তিনবারের প্রাক্তন প্রধান দুলাল সাহা এবং এসএফআই এর প্রাক্তন রাজ্য নেতা তথা সিপিএমের লোক্যাল কমিটির সদস্য পুলস্ত চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন আজ জন্মাষ্টমী। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ন্যায় এর পক্ষে ছিলেন। অধর্মের বিপক্ষে ছিলেন। আজ যারা বিজেপিতে এসেছেন তাঁরাও ন্যায় এর পক্ষে সামিল হয়েছেন। তিনি বলেন বিশালগড়ে সিপিএমের অত্যাচারের কথা সবাই জানে। বিধায়ক পরিমল সাহা সহ অসংখ্য খুন হয়েছে। আবার কংগ্রেসের জামানায় সিপিএমের ওপর অত্যাচার হয়েছে। অথচ গত বিধানসভা নির্বাচনে নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে এই দু''টি দল আঁতাত করেছে। বিজেপিকে হারানোর ফন্দি করেছিলো। তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বরং রাজ্যের মানুষ তাদের উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে। ক্ষমতা দখল দূরে থাক বরং ওরা বিরোধী দলের তকমা হারিয়েছে। তিনি বলেন গতকাল ধনপুর বক্সনগরের মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সিপিএমের বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। এদের জামানত টিকবে কি-না সন্দেহ রয়েছে। রাজীব ভট্টাচার্য আরও বলেন বিজেপি সরকার গরিব কৃষক শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে। সরকারি প্রকল্পের জন্য এক টাকা চাঁদা দিতে হয়না। ☞ *৬ এর পাতায় দেখুন*

জনগণের অসুবিধার কথা জানাতে গিয়ে আক্রান্ত সোনাইছড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ সেপ্টেম্বর।। বিশেষ করে এলাকাবাসী এবং সাধারণ জনগণের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একটি পরিবারের হাতে আক্রান্ত হন বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ সোনাইছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাবুল মজুমদার, ঘটনা দক্ষিণ সোনাইছড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন বিকল্প জাতীয় সড়কের পাশে, এই বিষয়ে উপপ্রধান বাবুল মজুমদার বিলোনিয়া থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে মামলা করে। উপপ্রধান বাবুল মজুমদার জানায় এই এলাকার বাসিন্দা যদু পাল রাস্তার পাশে পুকুর কেটে সরকারি জায়গার মধ্যে পুকুরের পাড় দিয়েছে জল নিষ্কাশনের ড্রেইন বন্ধ করে দেয় ,যার ফলে বিগত বছর দুয়েক এলাকার প্রায় পঞ্চাশ কানিরও বেশি জমিতে জল জমে থাকার ফলে ফসল করা সম্ভব হয়নি, এতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২৫ টি পরিবার ☞ *৬ এর পাতায় দেখুন*

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।